প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৪ ◆ ৫ - ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বকুলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলী

ব্রতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের জুবিলী উদ্‌যাপন

জুবিলী বা জয়ন্তী:
বাইবেলীয় পটভূমিকায় মাণ্ডলিক জীবন প্রবাহে উদ্‌যাপিত উৎসব কথন

ঢাকা যুব কমিশনের রজত জয়ন্তী

মারীয়া সেনাসংঘের শতবর্ষ জুবিলী উদ্‌যাপন

খ্রিস্ট বিশ্বাসে পথচলায় শতবর্ষে বরিশালের নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লী

জাগরণী যুব সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী

"আমার জীবনের ঠিকানা তুমি যে
যাব না প্রভু আমি তোমায় ছেড়ে'
... অনন্ত বিশ্রাম দাও প্রভু তারে...

মহা প্রয়াণের পনেরটি বছর

সময়ের আবর্তে পূর্ণ হল পনেরটি বছর। আজকের এই দিনটিতে তোমার চিরবিদায় আমরা শোকার্তচিত্তে ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। জগৎ সংসারে থাকাকালীন সময়ে তুমি আমাদের সবকিছু পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছ, ঈশ্বর ও তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর বাগান থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে স্বর্গের ফুলদানীতে সাজিয়ে রেখেছে। তোমার স্নেহ ভালবাসায় ধন্য আমরা, প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমার শূন্যতা। স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সবাইকে আদর্শ, নমনীয় ও ক্ষমাশীল জীবন দান করেন এবং তোমাকে স্বর্গের অনন্ত শান্তি প্রদান করেন। তুমি আছ, থাকবে আমাদের ভালবাসা হয়ে, অন্ধকারে আমাদের সুদিন হয়ে, প্রতিদিন।

পরম করুণাময় পিতাঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্ত শান্তি ও শাশ্বত জীবন দান করুন।

শোকার্ত চিত্তে,
তোমারই আপনজনেরা

স্ত্রী : পুষ্প তেরেজা পেরেরা
বড় ছেলে : মিলিয়ন ইগ্রেসিয়াস পেরেরা
বড় বৌমা : সিভি মার্থা পেরেরা
নাতনী : লিইয়া মারীয়া পেরেরা
ছোট ছেলে : ববি যোসেফ পেরেরা
ছোট বৌমা : টুইংকেল মার্গারেট পেরেরা

প্রয়াত রবীন জর্জ পেরেরা
জন্ম : ২৫ অক্টোবর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
মঠবাড়ি ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

অরুণ ফ্রান্সিস রোজারিও'র অষ্টম প্রয়াণ দিবস

জন্ম: ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
বোয়ালী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর

বাবা লিখতে ভালোবাসতো। "অনুভূতি" নামে বাবার লেখা সুন্দর একটি বই আছে। গল্পে নায়কদের যে প্রতিচ্ছবি, ভূমিকা আমরা দেখি, তার সকল রূপ স্বয়ং আমাদের বাবার বলেই আমরা মনে করি। বেঁচে থাকাকালীন বাবাকে উদ্দেশ্য করে আমরা কেউ কিছু লিখিনি। কিন্তু সময়ের কি নির্মমতা, এখন প্রতি বছর বাবার প্রয়াণ দিবসে বাবাকে নিয়ে আমাদের লিখতে হয়। চোখ, মন ভিজে আসে, তবু শব্দে কথা সাজাতে হয়। মনে হয়, সামনে থাকলে সবার আগে বাবাকেই দেখাতাম প্রুফ রিডিং-এর জন্য। আমাদের জীবনের সবচাইতে প্রিয় মানুষটা চোখের সামনে নেই, তবু জীবনের প্রতি মুহূর্তে জড়িয়ে আছে।

বাবার আত্মার মঙ্গলের জন্য আমাদের সবার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আজীবন

কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে দুই চাহনির চোখের পাতা

প্রার্থনা থাকবে। বাবার অবর্তমানে "মা" তার সাহসী ভূমিকায় আমাদের পরিবারকে আগলে রেখেছে। বাবা তোমার আশীর্বাদে তা যেন সবসময় অক্ষুন্ন থাকে।

বাবা তোমার নাতি-নাতনি এই বছর এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। তুমি স্বর্গ থেকে তাদের জন্য প্রার্থনা করো আশানুরূপ ভালো ফলাফলের জন্য।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী - ফিলোমিনা রোজারিও
ছেলে - উজ্জ্বল, সজল, প্রাঞ্জল
ছেলে বউ - পুষ্প, নাবিলা
মেয়ে - সুমি । মেয়ে জামাই - রবি
নাতি - প্রেইস । নাতনি - অহনা
ও আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ০৪
৫ - ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
২২ - ২৮ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পালন ও উদ্‌যাপনের সমন্বয়েই অনুষ্ঠিত হোক জুবিলী উৎসব

বর্তমান সময়ে আমরা অনেকেই বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ধর্মসংঘ, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংগঠন বা বিভিন্ন ম্যুভমেন্টের বিভিন্ন পর্যায়ে জুবিলী উদ্‌যাপন হতে দেখি বা অংশ নিয়ে থাকি। সকল জুবিলীতেই যেকোন ভাবে হোক আনন্দ করার একটা প্রবণতা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে "জুবিলী বা জয়ন্তী" হলো প্রাত্যহিক বা যাপিত জীবনে আনন্দোৎসব করার একটি সময়, লগন বা কাল। জুবিলী উৎসব পালনের ভিত্তি আমরা পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের লেবীয় পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে দেখতে পাই। যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, জুবিলী ইহুদীদের মাঝে শাসন-শোষণ-শৃংখল-বন্ধন মোচন আর হারানো স্থান-গোত্র-পরিবার ও মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার বা হবার বর্ষ, যা-কিনা প্রতি পঞ্চাশ বৎসর পর পর পালন ও রক্ষা করা হতো। মণ্ডলীতে জুবিলী হচ্ছে পাপের পরিণাম শাস্তি থেকে সুনির্দিষ্ট শর্তাধীনে এক বছরের জন্য অব্যাহতি প্রদান বা ক্ষমালাভের একটি সময়কাল।

কাথলিক মণ্ডলীতে ধারাবাহিক জুবিলীর উদ্বোধন করেছিলেন পোপ ৮ম বনিফাস ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে ২২ ফেব্রুয়ারি সাধু পিতরের ধর্মাসন পর্ব দিবসে। তিনি ঘোষণা যে, প্রতি ১০০ বছর পরপর উদ্‌যাপিত হবে একটি পূণ্যবর্ষ। পরবর্তীকালে অন্যান্য পোপগণ এই পূণ্যবর্ষ পালনের সময়কালের ব্যাপ্তির পরিবর্তন করেন। পোপ ২য় পল ১৫শ শতকে এ সময়কালের ব্যাপ্তি কমিয়ে ২৫ বছর করে দিয়েছিলেন। তাই পূণ্য বর্ষগুলো এখন "অর্ডিনারী" যখন তা নিয়মিতভাবে প্রতি ২৫ বছর পরপর বর্তমানকালে ঘটছে। আবার এই জুবিলী "এক্সট্রা অর্ডিনারী" যখন তা বিশেষ কারণে ঘোষিত হয়। পূণ্যবর্ষ বা জুবিলী বর্ষ পালনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মূলত: খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ধর্মীয় জীবনকে সমুন্নত করা।

যে কোন জুবিলী উৎসবে প্রথমত: আমরা অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়ে মহান ঈশ্বরের শতকীর্তির কথা স্মরণ করে একদিকে যেমন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি; অন্যদিকে আবার অতীতকে মূল্যায়ন করে জীবন পরিবর্তনে মনোযোগী হই যেন অতীতের দুর্বলতা বা ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন নবায়ন করতে পারি। আত্ম-মূল্যায়ন ও নবায়ন না থাকলে ব্যক্তি জীবনে জুবিলী কোন সার্থকতা আনতে পারে না। দ্বিতীয়ত: জুবিলীতে আমরা আনন্দ করি। এই আনন্দ কেবলমাত্র বাহ্যিকতা নয় কিন্তু কৃতজ্ঞতার আনন্দ। ঈশ্বরকে ঘিরে পরস্পরের সাথে একমন একপ্রাণ হয়ে মিলনোৎসব করি।

বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, যে কোন ভাবেই যেন জুবিলী উৎসব হচ্ছে। অনেক সময় মনে হয় কারণে কিংবা অকারণেও যেন জুবিলী জুবিলী ভাব নিয়ে উৎসব হচ্ছে। জুবিলী উৎসবে সবকিছুর সৃজনকার, পালনকার ও হরণকার স্রষ্টাকে ধন্যবাদ ও প্রতিবেশিকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হলো প্রধান কাজ। নিজেকে মূল্যায়ন করে পারস্পরিক ক্ষমা আদান-প্রদানের মাধ্যমে ন্যায্য সমাজ গড়ে তোলা জুবিলীর আরেকটি বিশেষ পালনীয় দিক।

কোন কোন জুবিলীতে কোন কোন স্থানে প্রভুতে আনন্দটা গৌন হয়ে বাহ্যিক উৎসবটা এবং নিজেদেরকে জাহির করার প্রবণতাটা প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়, অনেক সময় অপচয় করা ও দেখানোর প্রবণতা, টাকা পয়সা না থাকলে লোন করে অনুষ্ঠান করা, কোথাও কোথাও নেশাজাতীয় দ্রব্য অতিমাত্রায় সেবন হেতু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অখ্রিস্টীয় আচার-আচরণে খ্রিস্টীয় সমাজের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে। এই বিষয়ে আমি, আপনি এবং আমরা - খ্রিস্টান সমাজ হিসাবে কতটুকু সচেতন? বাংলাদেশ মণ্ডলীকে জুবিলী বা অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবগুলো পালনে সঠিক পালকীয় নির্দেশনা ও যত্ন নিয়ে একসাথে পথচলার পথ সুগম করার উপায় খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা নিতে হবে॥ †

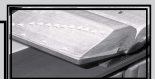

তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না। আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে। (মথি- ৫:১৪-১৫)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

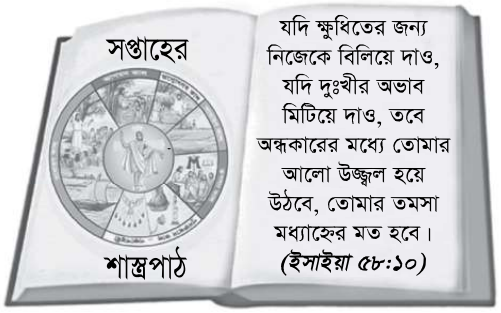

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৫ - ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৫ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
ইসাইয়া ৫৮: ৭-১০, সাম ১১২: ৪-৯, ১ করিন্থ ২: ১-৫, মথি ৫: ১৩-১৬

৬ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
পল মিকি ও সঙ্গীগণ, ধর্মশহীদ, স্মরণদিবস
আদি ১: ১-১৯, সাম ১০৩: ১-২ক, ৫-৬, ১০, ১২, ২৪, ৩৫গ, মার্ক ৬: ৫৩- ৫৬

৭ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
আদি ১: ২০--২: ৪, সাম ৮: ৪-৯, মার্ক ৭: ১-১৩

৮ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
সাধু জেরোম এমিলিয়ানি, সাধ্বী যোসেফিন বাখিতা, কুমারী
আদি ২: ৪খ-৯, ১৫-১৭, সাম ১০৩: ১-২ক, ২৭-৩০, মার্ক ৭: ১৪-২৩

৯ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
আদি ২: ১৮-২৫, সাম ১২৮: ১-৫, মার্ক ৭: ২৪-৩০

১০ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
সাধ্বী স্কলাসটিকা, কুমারী, স্মরণ দিবস
আদি ৩: ১-৮, সাম ৩২: ১-২, ৫-৭, মার্ক ৭: ৩১-৩৭

১১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
লূর্দের রাণী মারীয়া
আদি ৩: ৯-২৪, সাম ৯০: ২-৬, ১২-১৩, মার্ক ৮: ১-১০
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
ইসা ৬৬: ১০-১৪গ, সাম যুদিথ ১৩: ১৮খ-২০, যোহন ২: ১-১১
বিশ্ব রোগী দিবস

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৫ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৭৯ ফাদার পাওলো কার্নেভালে পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৫ সিস্টার ইলিয়া জানেত্তি এসসি (দিনাজপুর)

৬ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ২০১১ সিস্টার আন্নামারীয়া রায় এসসি (খুলনা)

৭ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৬২ সিস্টার এম প্রাক্সেডো আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৬ সিস্টার মারী ডি'লুর্ডস এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ মারীয়া কার্ডিনাল সিএসসি
+ ২০০৮ সিস্টার মেরী ডরথী পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

৮ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৪৫ ব্রাদার রোমেইন এল লাফেরিয়ের সিএসসি
+ ১৯৫৪ সিস্টার এম বার্ণার্ড এসসিএমএম
+ ১৯৬০ ফাদার স্তেফানো মনফ্রিনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৪ সিস্টার কন্সটান্টিনা কস্তা সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ ব্রাদার আলেক্সসান্দ্রো তাস্কা এসএক্স

৯ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী ইমেল্ডা এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৬০ ফাদার আগষ্টিন মাস্কারহেনাস সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৭ ফাদার আন্তনী ওয়েবার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ মাদার আগ্নেস এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৬ সিস্টার কিয়ারা পিরিচ এসসি (খুলনা)

১১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৮৫ ফাদার যাকোব দেশাই (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফাদার যোসেফ ভূর্দে সিএসসি (ঢাকা)

সমবায়ী কিছু কথা

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ঢাকা এর ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের প্রেসিডেন্ট জনাব হিউবার্ট গমেজ (ফকির) একদিন আমাকে বলেন, বড় গোল্লা ধর্মপল্লী ক্রেডিট ইউনিয়নে একটি শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে আপনাকে যেতে হবে। কথা শুনে অবাক, হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। সমাজে এত বড় বড় নেতা থাকা স্বত্বেও আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? উনি আরো বলেন, সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানদানে সমাজ উপকৃত হবে বিশ্বাস করি। আমার প্রতি অগাধ বিশ্বাস থাকায় বিনাবাক্যে সভায় উপস্থিত থাকবো বলে রাজি হলাম।

নির্ধারিত দিন-তারিখ অনুযায়ী ঢাকা থেকে বাসে বান্দুরা বাজারে পৌঁছে নৌকায় ইছামতি নদী পার হয়ে নির্দিষ্ট ঘাটে নেমে পড়ি। বেশ প্রশস্ত মেঠো রাস্তা, কিছুদূর যেতেই আটকে গেলাম। কারণ রাতে বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার মাঝপথে নিচু জায়গায় পানি জমে থাকায় কোনভাবেই ডিঙ্গিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অনেকে পায়ের জুতা, স্যান্ডেল খুলে হাতে নিয়ে পানি পার হয়ে চলে যাচ্ছে দেখে গুণীজনের কথা- "আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে" কথাটি, স্মরণে আর দেরি না করে দৌড়ে বা-পাশের বাড়ীতে উঠতেই দেখি উঠোনে একটি কোদাল রাখা আছে। কোদালটি হাতে তুলে নিতেই ৮/১০ বছরের একটি ছেলে চিৎকার করে মা'কে জানায়, মা দেখ ঐ লোকটি "আমাদের" কোদাল নিয়ে যাচ্ছে। ছেলের কথা শুনে লজ্জিত হয়ে মহিলাকে সবকিছু খুলে বলাতেই অনুমতি পেলাম। কোদাল দিয়ে রাস্তার একপাশের অল্প মাটি কেটে পানি চলে যাওয়ার জন্য নালা তৈরি করে দেওয়ায় চলাচলের আর কোন বাঁধা রইল না। কোদাল ফেরত দিতে গিয়ে বৃদ্ধা মহিলাকে দেখামাত্র দু'হাত করজোড়ে সম্মান জানাতে বসতে বলে পরিচয় জানতে চাইল। যাওয়ার উদ্দেশ্য খুলে বলে এক গ্লাস পানির জন্য বলতেই, বৃদ্ধা তার ছোট বৌমাকে পানি আনতে বলে। বৌমা সাবান দিয়ে গ্লাস পরিষ্কার করতে গিয়ে হাত থেকে গ্লাস পিছলিয়ে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যায়। পা দিয়ে ভাঙ্গা টুকরাগুলো মিটসেফের নিচে সরিয়ে রেখে, অন্য গ্লাস দিয়ে পানি নিয়ে আসে। ঠিক এমনি সময় সেই ছেলেটিকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখেই বৃদ্ধা মহিলা আমাকে বসতে বলে সেও রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়। ঘরে ঢুকতেই মিটসেফের নিচে রাখা কাঁচভাঙ্গা টুকরো দেখেই ক্ষেপে যায় এবং নাতির কান ধরে বলে, তোকে আমি কতবার মানা করেছি এই ঘরে ঢুকবি না, এসেই সবকিছু ভাংচুর করিস বলেই গালে চড় মারে। নাতি কাঁদতে কাঁদতে বলে, "ঠাকুমা আমি গ্লাস ভাঙ্গি নি" বলতেই মহিলা বলে আবারও "মিথ্যা কথা", বলেই আবার চড় মারতে উদ্যত হলে, ঠিক সেই সময় ছেলের কান্না শুনে বড় বৌমা চলে আসলে ছেলেটি মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা, আমি গ্লাস ভাঙ্গি নি; তবুও ঠাকুমা আমাকে মেরেছে। ঘটনা আচ করতে পেরে রাগান্বিত স্বরে ছোট জাকে বলে "তুমি যদি সত্য কথা" বলতে তাহলে ছেলেটি বিনা দোষে মার খেতো না। ছোট বৌমা নিজের ভুল বুঝতে পেরে শাশুড়ি এবং বড়দি'র নিকট দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা চেয়ে ছেলেকে আদর ও চুমুদিয়ে বুকে টেনে নেয় এবং কান্নায় বুক ভাসায়।

যথাসময়ে সভায় প্রায় ৪০ জন উপস্থিতির মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি ছিল। সেই ছেলেটিকে তার মার সাথে এসেছে দেখতে পেয়ে ঘণ্টা দু'য়েক আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী আকার ইঙ্গিতে বক্তব্যে তুলে ধরি। যেমন: এটা "আমাদের" কোদাল। ঠিক তেমনি এই ক্রেডিট ইউনিয়ন সুষ্ঠুপরিচালনা ও রক্ষাকরার দায়িত্ব "আমাদের"। (২) কাজ করিলে কিছু ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়, নজরে পড়িলে সত্য কথা প্রকাশ ও আলোচনায় ভুল-ত্রুটি সংশোধন এবং প্রচারে সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক হবে, বিশ্বাস করি।

পিটার পল গমেজ
মনিপুরিপাড়া, ঢাকা

জুবিলী বা জয়ন্তী: বাইবেলীয় পটভূমিকায় মাণ্ডলিক জীবন প্রবাহে উদ্‌যাপিত উৎসব কথন

ফাদার ড. তপন ডি'রোজারিও

ভূমিকা: সাধারণত "জুবিলী বা জয়ন্তী" হলো প্রাত্যহিক বা যাপিত জীবনে আনন্দোৎসব করার একটি সময়, লগন বা কাল। পবিত্র বাইবেলীয় জগতে, ইহুদীদের মাঝে এটি শাসন-শোষণ-শৃংখল-বন্ধন মোচন আর হারানো স্থান-গোত্র-পরিবার ও মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার বা হবার বর্ষ, যা-কিনা প্রতি পঞ্চাশ বৎসর পরপর পালন ও রক্ষা করা হতো। চার্চে বা মণ্ডলীতে, এটি হচ্ছে পাপের পরিণাম শাস্তি থেকে সুনির্দিষ্ট শর্তাধীনে এক বছরের জন্য অব্যাহতি প্রদান বা ক্ষমা লাভের একটি সময়কাল। সাধারণত প্রতি ২৫ বছর পরপর জুবিলী বা জয়ন্তী পালনের প্রথাটি চার্চের সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষ পোপ বা প্যাট্রিয়ার্ক থেকে ঘোষিত ও পালিত হয়ে আসছে। তথাপি, এই জুবিলী বা জয়ন্তীর ধারণাটির একটি যথাযথ ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিক বুঝাপরার সময়টা ফিরিয়ে নিয়ে যায় ইহুদী জাতির তোরাহ্ কাব্যে আর খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেলের প্রাচীন আর নব সন্ধিতে।

১। "জুবিলী" শাব্দিক বুৎপত্তি: "জুবিলী" শব্দটি হিব্রু শব্দ "ইয়োবেল" থেকে আগত, যার অর্থ "ভেড়া বা মেষ"। এটি হলো এ কারণে: "ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরী সাতটা তুরী বা শিঙ্গা বইতে বইতে সেই সাতজন যাজক প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে চলছিল, চলতে চলতে তারা তুরি বাজাচ্ছিল; ইতিমধ্যে পুরোভাগের সেনাদল তাদের আগে আগে পথ চলছিল *(যশুয়া ৬:৪-৮, ১৩)*।" অতএব: "জুবিলী" শব্দটির শাব্দিক বুৎপত্তিগত অর্থ পুং ভেড়ার শিঙ তথা ইয়োবেল থেকে আগত যা পুণ্য বর্ষের সূচনা বা আরম্ভ ঘোষণা করতে ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়, ইহুদী পঞ্জিকার তিস্‌রী মাসের ১০ম দিনে (গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডারের ২৫ সেপ্টেম্বর), "ইয়োম কীপ্পোর" বা প্রায়শ্চিত্ত দিবসে, অর্থাৎ, ইস্রায়েল জনগণের সর্ব পাপের জন্য প্রকাশ্য পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তকরণ মহাপর্বীয় দিন। এটি হয়ে উঠতে হবে ঈশ্বরের ক্ষমা লাভের পর জীবন বা মন-অন্তর পরিবর্তনের এক ধরণের প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি। ঈশ্বর থেকে যে কেহ পাপের ক্ষমা লাভ করে থাকে বা করবে তার উচিৎ হবে নিদান পক্ষে তার বিশ্বাসের ভাইদের ঋণ বা দেনা মওকুফ করে দে'য়া; অন্যথায় নিজের অনুতাপ-প্রায়শ্চিত্ত প্রকৃত, খাঁটি বা সত্য বলে প্রমাণিত হবে না। জুবিলী বর্ষে উচিৎ জীবন-মন-অন্তর পরিবর্তনের সক্ষমতাকে পরীক্ষিত হতে দে'য়া।"

অতএব একটি ধারণা হিসেবে, "জুবিলী"-ও অনেক কিছুই পবিত্র বাইবেলের পটভূমিকায় করতে হয়, বিশেষত হিব্রু বাইবেল তানাখ্, মিদরাস্, তালমূদ আর খ্রিস্ট ধর্মের প্রাচীন ও নব সন্ধি আর মাণ্ডলিক ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে। কিন্তু মজার বিষয় হলো যে শাব্দিক ব্যুৎপত্তিগতভাবে হিব্রু "ইয়োবেল" এর সাথে লাতিন "ইয়োবিলারে" এবং ইংরেজি "ইয়োবিলেশন" শব্দগুলা বড় বেশি অসংযোগযুক্ত। জয়ের জন্য উৎসব হলো জয়ন্তী। আর অধর্ম, অনাচার জয়ের জন্য মানবিক, আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব চর্চার আবাহন সময় হচ্ছে ইহুদীয় ইয়োবেল তথা জুবিলী। আসলে জুবিলী শব্দের বঙ্গানুবাদ জয়ন্তী কতটুকু যৌক্তিক? ইহুদীদের ইয়োবেল পালন আর খ্রিস্টীয় জুবিলী উদযাপন এক ও অভিন্ন নয়। চার্চের ঘোষিত বা পালিত জুবিলী সমূদয় এক ও অভিন্ন নয়। বর্তমানে টিকে থাকা ইহুদীদের দু'টি বংশ তোরাহ্ মতে জুবিলী বর্ষ পালন করলেও কোন উৎসব উদযাপন করে না। আজও তারা প্রত্যাশায় আছে যখন এবং যেদিন হারিয়ে যাওয়া দশটি বংশ আবার তাদের প্রতিশ্রুত দেশে প্রত্যাবর্তন করে পুনঃর্মিলিত হবে- তখনই হবে মহা ইয়োবেল!

২। ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও প্রাচীন সন্ধি: "জুবিলী বর্ষ"-এর ইতিহাসও বাইবেলের "সাব্বাথ্" এবং "সাব্বাথীয় বর্ষ" (সাব্বটিক্যাল ইয়ার) ধারণার সাথে যুক্ত।

২.১। সাব্বাথ এবং সাব্বাথীয় বর্ষ: সবাই জানি যে, ইহুদী ইতিহাসে, সপ্তাহের ৭ম দিবস হলো সাব্বাথ বা বিশ্রামবার। ধর্মতাত্ত্বিকভাবেই এটি এমন কারণ ইয়াওয়ে তথা ঈশ্বর তাঁর সমূদয় সৃষ্টিকার্য ঐদিন সমাপ্ত করেছিলেন আর বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তিনি এ দিনটি আশীর্বাদিত এবং পবিত্রকৃত করেছিলেন *(আদি ২:২-৩)*। ঈশ্বর তাঁর জাতিকে আদেশ দিয়েছিলেন: "তুমি ছয় দিন তোমার কর্ম করে খাবে, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করবে, যেন তোমার বলদ ও গাধা বিশ্রাম পায়, এবং তোমার দাসীর সন্তানেরা ও প্রবাসী মানুষ ও প্রাণ জুড়ায় *(যাত্রা ২৩:১২)*।"

একই ভাবে ৭ম বছর ছিল সাব্বাটিক্যাল ইয়ার বা বিশ্রাম বছর ইহুদী পঞ্জিকার বৎসরের সমুদয় ৭ম দিবসের বা বিশ্রামবারের সমান। বাস্তবিক পক্ষে সাব্বাটিক্যাল ইয়ার আর সাব্বাথ ডে পালন করার জন্য একই ধরণের নির্দেশ আছে: "তুমি তোমার জমিতে ছ'বছর ধরে বীজ বুনবে ও তার উৎপন্ন ফসল সংগ্রহ করবে। কিন্তু সপ্তম বছরে জমিকে বিশ্রাম দেবে, এমনি ফেলে রাখবে; এভাবে তোমার স্বজাতীয় নিঃস্ব মানুষেরা খেতে পারবে, আর তারা যা বাকী রাখবে, তা বন্যজন্তু খাবে। তোমার আঙ্গুর ক্ষেত ও জলপাই বাগানের বেলায়ও তেমনি করবে। সর্বোপরি বিষয় এই যে, সপ্তম বছরটি হয়ে উঠেছিল ধার দেনা আর দাস দাসীদের মুক্তির বছর।

২.২। জুবিলী বর্ষ: তাহলে জুবিলী বর্ষকে বলা যেতে পারে এই ইহুদীয় সাব্বাথীয় বছর থেকে আগত বা নির্গত। তাই *লেবীয় ২৫:১-৫৫* নাতি দীর্ঘ অধ্যায়টি, সাব্বাটিক্যাল ইয়ার এবং জুবিলী বর্ষ ব্যাখ্যায় বিশ্বস্তভাবে নিয়োজিত। এই অধ্যায়টির বর্ণিত বিষয়বস্তু দুভাগে বিভক্ত। প্রথম: ২-৭ পদগুলো সাব্বাটিক্যাল ক্যালেন্ডার নির্ধারণ করে দেয়। দ্বিতীয়ত: ৮-৫৫ পদগুলো জুবিলী ইয়ার নির্ধারণ করে দেয়। জুবিলী বর্ষ এবং সাব্বাটিক্যাল বর্ষে একই রকম ঐশ আদেশিত কৃত্য ইস্রায়েল দ্বারা পালিত হতো: ১। ভূমি বা সম্পদ তার প্রাক্তন বা আসল মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া, ২। দাস-দাসীদের উপায় থেকে শাসন-শোষ। শৃঙ্খল বন্ধন মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল ৩। ঋণ মওকুফ করে দেয়া অথবা বাতিল করে দেয়া। সংক্ষেপে, "জুবিলী বছর পরিকল্পিত বা নকশায়িত হয়েছিল ইস্রায়েলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক ন্যায়বিচার মর্যাদা ও সাম্য আনয়ন করতে। "তাদের ধর্মতত্ত্বটি বড়ই সহজ ও সরল;" ইয়াওয়ে বা ঈশ্বরই হলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং সবকিছুর মালিক বা কর্তা। তিনি যেমন ইস্রায়েলীয়দের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং বিনামূল্যেই তাদের দিয়েছিলেন দুগ্ধ মধু প্রবাহী একটি দেশ বা ভূখন্ড। তেমনি তারাও নিজেদের মধ্যে এমনি করে যাবে এবং স্মরণে রাখবে যে শুধুমাত্র ইয়াওয়েই হচ্ছে একমাত্র প্রভু ঈশ্বর এবং সর্ব কিছুর কর্তা। অতীব শোচনীয় দরিদ্রতা এবং মানব মর্যাদা হানিকর দাস বৃত্তি। যা একজন ইহুদিকে চিরজীবনের জন্য আদম সন্তানকে হীন-নীচ এবং শৃংখলিত রেখে দিতে পারে তা যেকোন উপায়ে এড়িয়ে যেতেই হবে। নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরণ ঘটাতে হবে ব্যক্তিক সম্পৃক্ততায়।"

সাব্বাটিক্যাল ইয়ার যে জুবিলী ইয়ার থেকে জন্ম নিয়েছে তা আরও খুঁজে পাওয়া যায় *লেবীয় ২৫: ১-৫৫* অনুচ্ছেদে। তবে প্রশ্ন করা যায় যে, জুবিলী বছর বলতে প্রকৃত পক্ষে কোন বছর বা কত বছরের ব্যাপ্তি বুঝানো হয়েছে? সাত গুণ সাত, উনপঞ্চাশতম বছরকে না-কি পঞ্চাশতম বছরকে? প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক। বাইবেল বিশেষজ্ঞগণ একমত যে সাব্বাটিক্যাল ইয়ার আর জুবিলী ইয়ার একে অপরের কাছে অভিন্ন। অন্যকথায়, ৪৯ বছর হলো ৭ এর চরম ও পরম ভাবারোহী বা ক্লাইমেক। যেমন: ৭ম দিন, ৭ম মাস, ৭ম বছর, এবং ৭ম সাব্বাটিক্যাল ইয়ার। পবিত্র বাইবেলে সাত হলো পূর্ণতার সংখ্যা। হ্যাঁ এই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতত্ত্বীয় আরোহন বছরটি

হলো ক্ল্যাইম্যাটিক ফরটি নাইন যা তখন অভিহিত করা হয়েছিল Yobel, Jubilee or Fiftieth year; তাহলে এই সবগুলিরই অর্থ, জুবিলীবর্ষ ঘোষিত হবে শিঙ্গার ধ্বনিতে- মেষের শিং এর তুরী বাজিয়ে-- গোটা দেশে ১০ তিসরী তারিখে (অর্থ্যাৎ ৭ম মাসে), কারণ এই দিনটিই মহান প্রায়শ্চিত্ত দিবস। এই মহা পর্বীয় দিবসেই যথা মর্যাদায় শুরু হতো জুবিলী বর্ষ, এদিনেই গোটা ইস্রায়েল জাতি লাভ করতো, সকল পাপের ক্ষমা। এদিনেই ঘোষিত হতো - "মুক্তি" (ডেরর) বার্তা: সকল দেনা বাতিল এ দিন থেকেই বাতিল ঘোষিত হল, ইজারাদার ভূস্বামীরা তাদের পৈত্রিক সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে নিজ দেশে ফিরে যাও, ইস্রায়েলীয় ঋণগ্রস্থ ও দাস-দাসী সকলকেই মুক্ত আর স্বাধীন করে দাও।"

৩। যিশু জীবনে দা প্রাগমাটিক জুবিলী ঘোষণা ও নব সন্ধিঃ যিশু যখন নাজারেথের সমাজগৃহে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছিলেন তখন তিনি নিজেই জোরালোভাবে নিজেকে প্রবক্তা ইসাইয়া ঘোষিত সেই অভিষিক্তজন, প্রবক্তা বা মুক্তিদাতা বলে পরিচয় দিয়েছিলেন *(ইসা ৬১:১-৩)*। *লুক এই উপাখ্যানের আলোকে ৮:১৬-৩০-*তে বিবৃত করেন যে, যিশু তাঁর গোটা সেবাদানের জীবনকালে একজন প্র্যাগমাটিক প্রবক্তা হয়ে উঠবেন: "তিনিই সে যার আসার কথা ছিল" *(লুক ৭:২০-২৩; মথি ১১:২-৬)*। "যিশু যোহনের শিষ্যদেরও এই বলে পাঠিয়েছিলেন: "এখন অন্ধ দেখতে পাচ্ছে, খঞ্জ হাঁটতে পারছে, কুষ্ঠ শূচী হচ্ছে, বধির শুনতে পাচ্ছে, মৃতেরা জীবিত হয়ে উঠছে, আর দীন দরিদ্রের কাছে প্রচারিত হচ্ছে মঙ্গলসমাচার" *(মথি ১১:৫, ইসা ৩৫:৫-৭)*। প্রভু যিশুর সেবা দায়িত্বের সকল কাজে জড়িয়ে আছে জুবিলী সময়কালের অভিষিক্তিক প্রভাব ফল। আসলে সদৃশ মঙ্গলসমাচারগুলো মুক্তিদাতা যিশুর মাধ্যমে পতিত মানব জাতিকে নানাভাবে প্রয়োজনীয় মুক্তিদানের কর্মকীর্তিই ঘোষণা করে। যিশু বাণী ও কর্ম প্রচলিত সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, নীতি-নৈতিকতাসহ আর অনেক মলিন বা অপ্রত্যাশিত বিষয়কে সমপ্রশ্নিত করে এক অনন্য ও আদর্শিক সমাধান দান করে।

৪। "জুবিলী" চার্চবামণ্ডলীতেঃ প্রকৃতিগতভাবেই প্রত্যাশিত এখনকার সময়ের চার্চ বা মণ্ডলী জুবিলী বছর উদ্যাপনকে গুরুতরভাবেই গ্রহণ করেছে। জুবিলী বর্ষকে হলি ইয়ার বা একটি পবিত্র বর্ষ ও বলা হয়: একটি বছর সময়ে যখন আড়ম্বরপূর্ণভাবেই নির্দিষ্ট কিছু শর্তাধীনে পূর্ণ দণ্ডমোচন অনুমোদন করা হয়, পাপস্বীকার শ্রবণকারীদের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়" যা ইতোমধ্যে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা হয় যে "হিব্রু প্রাচীন ঐতিহ্যেই আছে" এহেন অনুশীলন বা চর্চা। গ্যাভিন এর ব্যাখ্যা দেন এভাবে: "নির্বাসন পূর্ব ইহুদীবাদে প্রতি ৫০ বছরেই অন্তর ছিল জুবিলী বর্ষ, বা পাপমোচন বর্ষকাল *(লেবীয় ২৫:২৫-৫৪);* যে সময় ধার দেনা মওকুফ করে দেয়া হতো আর দাসদের মুক্ত করে দেওয়া হতো। বাবিলনে নির্বাসন পরে ৭০ অব্দ পর্যন্ত, ইহুদীরা সাব্বাথীয় বা বিশ্রাম বর্ষ পালন ধরে রেখেছিল যখন প্রতিবেশি ইহুদীদের দেনা মাফ করে দেয়া হয়েছিল। মধ্যযুগীয় পোপগণ সেই ধরনের ইহুদীয় প্রথাটি আধ্যাত্মিকভাবে প্রয়োগ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। পোপই ঘোষণা দিতেন এক একটি পূণ্যবর্ষ বা জুবিলীর। তিনি তা শুরু ও সমাপ্ত করতেন বিশেষ পবিত্র উৎসব দিয়ে যার উদ্দেশ্য ছিল মূলত: খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ধর্মীয় জীবনকে সমুন্নত করা।

কাথলিক চার্চে ধারাবাহিক জুবিলীর উদ্বোধন করেছিলেন পোপ ৮ম বনিফাস। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে ২২ ফেব্রুয়ারি সাধু পিতরের ধর্মাসন পর্ব দিবসে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, প্রতিটি শতাব্দীর মাহেন্দ্রক্ষণের শুভসূচনা চিহ্নিত করে রাখতে। তিনি তার পাপাল বূল আন্টিকোয়রুম ফিদা রিলাসিও তে ঘোষণা দেন যে, প্রতি ১০০ বছর পরপর উদ্যাপিত হবে একটি পুণ্য বর্ষ। পরবর্তীকালে অন্যান্য পোপগণ এই পুণ্যবর্ষ পালনের সময়কালের ব্যাপ্তির পরিবর্তন করেছিলেন। কিন্তু পোপ ২য় পল ১৫শ শতকে এ সময়কালের ব্যাপ্তি কমিয়ে ২৫ বছর করে দিয়েছিলেন। তাই, পুণ্য বর্ষগুলো এখন "অর্ডিনারী" যখন তা নিয়মিতভাবে প্রতি ২৫ বছর পরপর বর্তমানকালে ঘটছে। আবার এই জুবিলী "এক্সট্রা অর্ডিনারী" যখন তা বিশেষ কারণে ঘোষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৩৩-এর "পরিত্রাণ বা মুক্তি বার্ষিকী উদযাপন করতে। ২০০০-এর খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী পালন, ২০১৫-এর দয়ার বর্ষ ইত্যাদি। বাট্টালিয়া উল্লেখ করেছেন যে, ২০০০ এর জুবিলী বর্ষ অবধি মাতা মণ্ডলীতে উদ্যাপিত সর্বজনীন জুবিলী বর্ষের সংখ্যা ২৮টি।

৫। "জুবিলী" সাধারণ জীবনেঃ জুবিলী বর্ষ নিয়ে উপরে উল্লেখিত ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে আদি উৎস এবং গুরুত্ব আমরা হালের এ যুগে "জুবিলী" ধরাবাহিকতায় প্রশংসিত, গৌরবান্বিত ও প্রকারান্তরে মন মাতোয়ারা, মাস্তি, মাস্তি। বিশেষ করে গোল্ডেন বা সুবর্ণ জয়ন্তী পালনে ও উদযাপনে। পারিবারিক দাম্পত্য জীবন, ধর্মীয় জীবন, আর্থ-সামজিক, রাজনৈতিক, সরকারী-বেসরকারী, চার্চ, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা অর্থাৎ বৈশ্বিক সমাজের সামাজিক চক্রের সর্বত্র হরেক রকম জুবিলীর আয়োজন, ধর্মাচার, সামাজিকতা, আনন্দ, হৈ-হুল্লোর-এর জুড়ি মেলা ভার! আজকের এমনি করে জুবিলী পালনের ও উদ্যাপনের প্রথাটি আসলে আপন ও আত্মজ করে নিতে সুদূর অতীত থেকে অনেক বছর, অনেক যুগ, অনেক কাল পাড়ি দিতে হয়েছে।

বর্তমানে ২৫তম বার্ষিকী সিলভার, ৪০তম বার্ষিকী রুবি, ৫০তম বার্ষিকী গোল্ডেন, ৬০তম বার্ষিকী ডায়মণ্ড, ৬৫তম বার্ষিকী সাপ্পিয়ের, ৭০তম বার্ষিকী প্লাটিনাম, ৮০তম বার্ষিকী ওক্, ৯০তম বার্ষিকী গ্রাণাইট এবং ১০০তম বার্ষিকী সেন্টেনিয়্যাল হিসেবে উদ্যাপিত হচ্ছে। জুবিলী উৎসবে স্রষ্টার প্রতি উৎসারিত হয় সুগভীর ধন্যবাদ- যিনি সবকিছুরই সৃজনকার, পালনকার, হরণকার। সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসেবে স্বীয় অস্তিত্বের চরম মূল্যায়ন ও পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল এই সাধনার জুবিলী। বিশেষ করে প্রাত্যহিক ও যাপিত জীবনে ঈশ্বর ও প্রতিবেশি মানুষের সাথে সম্পর্কের পরিমাত্রা পরিমাপ করা। জুবিলী পালনকারীদের উৎসবান্ত অভিজ্ঞতারও ভিন্নতা আছে। সিরিয়াস মনোভাবের মানুষের জন্য তাঁর অনুধ্যানে আসে "আরও ভাল" কিছু করার বা হবার। আবার করো জন্য হতাশার দীর্ঘ শ্বাস, "দেখি আর ক'দিন বেঁচে থাকি"।

উপসংহারঃ আজ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ আর ইহুদী ক্যালেন্ডারে ৫৭৮৩। তালমূদে বর্ণিত আছে যে ইহুদীরা বাবিলনে নির্বাসনের *(৫৮৭ খ্রি: পূ:)* ও ১ম জেরুসালেম মন্দির ধ্বংস করা পর্যন্ত ১৭ বার ইয়োবেল বা জুবিলী পালন করেছিল। জুবিলী মাত্রই জানান দেয় যে, ইয়াওয়ে বা ঈশ্বর সম্পদ, দরিদ্রতা এবং ক্ষমতার বৃহৎ কোন পার্থক্য বা বৈষম্য চান না। ইয়োবেল ধ্বনি মানবজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিশ্বাসের সমতাবাদ প্রতিধ্বনিত করে। ধর্ম বিশ্বাসের সর্ব বৃহৎ সমাজ হিসেবে চার্চ খ্রিস্টের মঙ্গলবাণী ও জুবিলী প্রথা সর্বত্র প্রচার ও প্রচলন করলেও এখনো কেন তার সদস্যগণ অনেক স্থানে মৌলিক মানবিক অধিকার এবং প্রত্যাশিত আধ্যাত্মিক উত্তরণ বঞ্চিত? জুবিলী যদি পালনীয় তবে নানাবিধ স্তরে অনেক কিছুই মুক্ত করে দেবার ক্ষেত্রে আদৌ কী কোন উদাহরণ তালিকা আছে? তবে উদ্যাপনের সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা না থাকলেও জাগতিকতায় অনেকেই জুবিলী অন্তে ঋণী হয়ে যায় কেন? প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মত জুবিলী-জয়ন্তীও প্রকারান্তরে একটি সামাজিক ও মাণ্ডলিক অঘোষিত প্রতিযোগিতায় বা আবশ্যিকতায় পর্যবসিত হচ্ছে। বস্তুত জুবিলী আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ না হয়ে জাগতিকতায় নিপতিত হচ্ছি অনেক বেশি। এই যে স্রষ্টার নির্দেশ মাফিক প্রেমঘন দয়া-করুণা-ক্ষমায় প্রতিবেশিকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না তার কারণগুলোই বা কী? মহান জুবিলীর আলোকিত ও মলিন দিকগুলো নির্ধারণ করে আদৌ কি কোনদিন স্থানীয় খ্রিস্ট মণ্ডলী ও ভক্তজনগণ করণীয় আর বর্জনীয় বিষয়গুলো অবশ্য পালনীয় করে নিতে পারবে? পবিত্র বাইবেল, মাণ্ডলিক ঐতিহ্য আর সমৃদ্ধ ধর্মজীবনের সমৃদ্ধির জন্যই বুঝতে হবে যে, জুবিলী পালন আর জুবিলী উদ্যাপন কী এবং কেন?

মারীয়ার সেনা সংঘের শতবর্ষ জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপন

সিস্টার লাইলী রোজারিও আরএনডিএম

"মা মারীয়া সেনা সংঘ জীবন্ত পাথরে গাঁথা আধ্যাত্মিক ঘর"- বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করে বিগত ২৭ জানুয়ারি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পবিত্র ক্রুশ ধর্মপল্লী, লক্ষ্মীবাজারে মহাসমারোহে মা মারীয়ার সেনা সংঘের শতবর্ষ জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে ঢাকা ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত সেনা সংঘের, আনুমানিক ৪৫০ জন খ্রিস্টভক্ত সহ ফাদারগণ ও সিস্টারগণ উপস্থিত ছিলেন। সকাল ৯:৩০ মিনিটে সেন্ট গ্রেগরী মাঠ প্রাঙ্গণ থেকে মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে ভক্তিপূর্ণ ভাবে রোজারিমালা প্রার্থনা সহ শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করে। জুবিলী উৎসবের পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা ধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই। তাকে সহযোগীতা করেন পবিত্র ক্রুশ ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার ডনেল ক্রুশ সিএসসি, সহকারী পালক পুরোহিত ফাদার হ্যামলেট বটলেরু, আরও ছিলেন ফাদার এলিয়াস পালমা এবং ফাদার যাকোব গমেজ। খ্রিস্টযাগের প্রারম্ভে আর্চবিশপ মহোদয়, ফাদারগণ এবং বিভিন্ন ধর্মপল্লীর প্রতিনিধিগণ শত বর্ষ জুবিলীকে কেন্দ্র ও সেনা সদস্যদের সম্মানে এবং পরলোকগত সেনাসভ্যদের স্মরণে বিশেষ ভাবে যারা তাদের গভীর বিশ্বাস, ভক্তি দিয়ে মারীয়া সংঘের বিস্তারলাভে ব্রতী ছিলেন তাদের স্মরণ করে ১০০টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন ও মা মারীয়ার চরণে দুইটি প্রদীপ ও ফুলের ঝুড়ি নিবেদন করেন।

মারীয়া সেনা সংঘের জুবিলীর তাৎপর্য উল্লেখ করে আর্চবিশপ তার বাণীতে বলেন যে, সেনা সংঘ এমন একটি নাম যা মায়ের নামে অলংকৃত, সংঘের সবাই যেন একেক জন সৈনিক। এই সৈনিকের কাজ হল মন্দতার বিরুদ্ধে কাজ করা, আর তাদের অস্ত্র গুলো বাহ্যিক কিছু নয় সেটা হল ঐশরিক অস্ত্র যেমন দয়া, মায়া, ক্ষমা এবং ভালবাসা। এগুলো দিয়ে মা মারীয়ার সেনাগণ আন্দোলন করবে, ন্যায় সত্যের স্বপক্ষে সাক্ষী দিবে। তিনি আরও বলেন ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয় সেনা সংঘকে স্বীকৃতি দান করে তিনি বিশ্বাসের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাই সেনা সংঘের সকল ভক্তকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে যেন এই আন্দোলনে হেরে না গিয়ে বরং, বিশ্বাসে অটল থাকে। আর্চবিশপ তার বাণীতে আরও বলেন যে, সেনা সংঘের ভূমিকা আমাদের সমাজে যাজকদের থেকে কোন অংশে কম নয়, কারণ সেনা সংঘের প্রত্যেক জন ব্যক্তিই রোগীদের জন্য প্রার্থনা করেন, তাদের সেবা দেন, অসহায়দের বিপদে এগিয়ে আসেন, বিভিন্ন প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাই আপনারা হলেন মণ্ডলীর শক্তি। প্রার্থনা হল একমাত্র শক্তি। রোজারিমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমরা মায়ের মধ্যস্ততায় যিশুর কাছে প্রার্থনা করি। তাই যিশুকে আরও গভীর ভাবে জানতে আমাদের বাইবেল পড়তে হবে। বাইবেল পাঠ থেকে বিরত না হয়ে যেন আমরা বাইবেল পাঠে নিরত থাকি। সর্ব শেষে তিনি মারীয়া সেনা সংঘের প্রতেক জনকে কুমারী মারীয়ার সৌরভ ধারণ করে বিশ্বব্যাপী তা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

পবিত্র খ্রিস্টযাগের সমাপ্তির পর সেন্ট গ্রেগরী মাঠ প্রাঙ্গণে সবাই একত্রিত হয়ে ছোট আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে জুবিলী কেক কাটা এবং সেনা সংঘের নব সভ্যাদের বরণ করে নেওয়া হয়। বরণ অনুষ্ঠানের পর সেনাসংঘের আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসিকে উপহার প্রদান করা হয়। ফাদার তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, সেনাসংঘের আধ্যাত্মিক পরিচালক হিসেবে শতবর্ষ পালন করতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত। সংঘের প্রত্যেক জন সদস্যদের নিজ ধর্মপল্লীতে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। জুবিলী বর্ষ উপলক্ষে বিশেষ স্মরণিকা ও থিম সং প্রকাশিত হয়। গানের সুরকার ও গীতিকার ফিলিপ চালর্স সরকার হলেও গানের কণ্ঠ দিয়েছেন সেনাসংঘের সদস্যগণ। সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সেনাসংঘের সদস্যগণ প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন। এই জুবিলী উৎসবকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীবাজারস্থ সেনা সংঘের জুলি রোজ রিবেরু তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন যে "আমি মা মারীয়ার সেনা সংঘের একজন সদস্য হতে পেরে নিজে অনেক গর্ববোধ করি। সেনা সংঘের শতবর্ষ জুবিলীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করতে পেরে নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। এজন্য আমি প্রথমত ধন্যবাদ জানাই মা মারীয়াকে কারণ মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কখনই এটা সম্ভব ছিল না। এরপর ধন্যবাদ জানাই এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার পিছনে যাদের অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে তাদের জন্য। মা কুমারী তাদের অনেক অনেক আশীর্বাদ করবেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বর্তমানে আমার এই অনুভূতি হচ্ছে আমি যেন মালা প্রার্থনায় আগের চেয়ে আরও বেশি মনের জোর পাচ্ছি। পবিত্র খ্রিস্টযাগের আর্চবিশপ উপদেশের একটা বাক্য আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে তা হল সৈনিকদের সাথে যেমন সবসময় ঢাল, তলোয়ার, বন্দুক অনেক ভারি ভারি অস্ত্র থাকে তেমনি মা মারীয়ার সেনা সংঘ যারা করে তাদের অস্ত্র হলো রোজারিমালা।

সেনা সংঘের আরেক জন সদস্য মিসেস আগ্নেস পপি তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন যে মা মারীয়া সেনা সংঘ খ্রিস্টমণ্ডলীর একটি প্রৈরিতিক সংস্থা যা সারা বিশ্বে ক্ষুদ্রভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। আমি এই সংঘের একজন সদস্য হতে পেরে এবং জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানটি আমাদের পবিত্র ক্রুশের গির্জায় উদ্‌যাপন হওয়ায় সত্যি আনন্দিত ও গর্বিত। ২০২১ খ্রিস্টব্দে আমি এই সংঘে যোগ দেই। আমি একজন এজমা রোগী, আগে ভীষণ অসুস্থ থাকতাম কিন্তু সেনা সংঘে যোগ দেবার পর থেকে মা মারীয়ার কৃপায় আমি অনেকটা সুস্থ। জয় মা মারীয়ার জয়।

খ্রিস্ট বিশ্বাসের পথচলায় শতবর্ষে নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লী

বেঞ্জামিন বাড়ৈ

২০২২ খ্রিস্টাব্দে দেশ-বিদেশের বেশ কিছু নারিকেলবাড়ী বাসী নিজ ধর্মপল্লীতে এসে বড়দিন করেছে উদ্দেশ একটাই আনন্দের সাথে নিজ ধর্মপল্লীর শতবর্ষ উদ্‌যাপন। বিগত ২৭ ডিসেম্বর নারিকেলবাড়ী (ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা) ধর্মপল্লীর শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব আনন্দঘন ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উদ্‌যাপন করা হয়।

পূর্বের দিন বিকেলে ধর্মপল্লীর মঙ্গলার্থে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা করা হয়। মহা খ্রিস্টযাগের পূর্বে শতবর্ষের স্মৃতিস্বরূপ "যিশুর মূর্তি" স্থাপন ও আশীর্বাদ করেন বরিশালের বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, এবং আর্চবিশপ সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ। খ্রিস্টযাগের শুরুতে শোভা যাত্রা করে বেদীতে প্রবেশ করার পরে ১০০টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন বিশপ মহোদয়গণ, ফাদারগণ, সিস্টারগণ, ব্রাদার, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মেম্বর, শিক্ষক, কাটেখিষ্ট, হিন্দু, মুসমানসহ একশতজন ব্যক্তি। মহাখ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন পরম বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, বিশপ, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস, খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, বিশপ, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ।

খ্রিস্টযাগের শেষে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বার্তা পাঠ করে শুনানো হয়। তিনি ধর্মপল্লীর এবং অত্র এলাকার সকল মানুষের জন্য মঙ্গল কামনা করে বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন। নারিকেলবাড়ী কাথলিক মিশন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় গরীব, নিরীহ, অসহায় মানুষের পাশে থেকে সেবার পরিধি বৃদ্ধি এবং আর্ত-মানবতার সেবা প্রসার ও শিক্ষা সেবা দ্বারা আলোকিত ও ভাল মানুষ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তাই আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আর্চবিশপ সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন এই ধর্মপল্লীতে ব্রতধারী-ব্রতধারিনী, মিশনারীগণ, সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ যারা বাণী প্রচার, আর্থিক এবং বিভিন্ন ভাবে সেবা দিয়ে ধর্মপল্লীকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এতে বক্তব্য রাখেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস, ফাদার লাজারুস গোমেজ, ভিকার জেনারেল, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস, পাল-পুরোহিত, ফাদার ফ্রান্সিস লিটন গোমেজ।

অঞ্জন মধুর সম্পাদনায় শতবর্ষের স্মৃতিবিজরিত ইতিকথা নিয়ে পরিবেশিত হয় ডকুমেন্টরী। অতঃপর শতবর্ষের খ্রিস্ট বিশ্বাস বিস্তারে ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা ধর্মপল্লীর "স্মরণিকা" উদ্বোধন করেন আর্চবিশপ সুব্রত হাওলাদার সিএসসি ও বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ফাদার লাজারুস গোমেজ, ফাদার ফ্রান্সিস লিটন গোমেজ এবং স্মরণিকার সম্পাদকমণ্ডলী।

রাতে পরিবেশিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ২৫জন যাজক, ২০ জন সিস্টার-ব্রাদার, কয়েক হাজার খ্রিস্টভক্ত।

নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আনুমানিক ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঢাকা ধর্মপ্রদেশাধীন গৌরনদী ধর্মপল্লীর তৎকালীন পাল-পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার ফিলিপ নান্নী, সিএসসি মহোদয়ের অধ্যাত্মিকতায় ও অনুপ্রেরণায় এলকার কয়েক জন নিবাসী গৌরনদী কাথলিক মণ্ডলীতে যোগ দেন। গৌরনদী থেকে ফাদারগণ নারিকেলবাড়ীতে এসে শিক্ষ-দীক্ষা দিতেন। তখন নারিকেলবাড়ী থেকে পায়ে হেঁটে গৌরনদীতে যেতে হতো বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। তখন ঢাকা ধর্মপ্রদেশের শ্রদ্ধেয় বিশপ যোসেফ লাগ্রান্ড সিএসসি মহোদয়ের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা হলো নতুন ধর্মপল্লী নারিকেলবাড়ী ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পাল-পুরোহিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফাদার হ্যারেল সিএসসি (আমেরিকান)। প্রয়াত প্রসন্ন কুমার বাড়ৈ (পেচাবাড়ী) মহোদয়ের বসতবাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে কিছু জমি দান করেন এবং সেখানেই গির্জাঘর ও পুরোহিতদের জন্য বাসভবন নির্মাণ করা হয়। শ্রদ্ধেয় ফাদার নরকার সিএসসি মহোদয় ২য় পাল-পুরোহিত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তার কঠোর পরিশ্রম ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে, শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারতা কল্পে স্থান সংকুলন না হওয়ায় বৃহত্তর পরিসরে স্থানের প্রয়োজন বিধায় তিনি জমি ক্রয় করেন এবং বর্তমান গির্জাঘর এবং ফাদারদের বাসভবন নির্মাণ করা হয়। বর্তমান মিশনটি তারই দূরদর্শিতার ফসল। উল্লেখ্য প্রয়াত ফাদার লিও গোমেজ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কল্পে এবং খ্রিস্টানদের জমি কিনে রক্ষা করেন যাতে অন্যদের হাতে জমি না যায়। বিভিন্ন সময়ে যারা ধর্মপল্লীতে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে রেভা ফদার রেমন্ড লারোজ সিএসসি পাল-পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ১৪ জানুয়ারি পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ এখানে আসেন এবং মিশনবাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের বাসগৃহ নির্মাণ করেন। তাদের প্রধান পরিচালক ছিলেন মাদার বনপাষ্টার সিএসসি। এসময় স্কুল পরিচালনায় মাদার লোরা, ডাক্তার খানা সিস্টার আর্থার এবং সিস্টার আগলাই ও আমেলিয়া।

নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লীর সন্তান ফাদার পিটার সাহা ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লীতে যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন। তিনিই ধর্মপ্রদেশীয় প্রথম বাঙ্গালী পুরোহিত।

রেভা. ফাদার রেমন্ড লারোজ সিএসসি আঠোরো বছর পাল-পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে তিনি বিশপ হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফাদার জর্দেন সিএসসি দায়িত্ব পালন করেন। এর পরে ফাদার তুরঞ্জ সিএসসি, ফাদার পিকার্ড, সিএসসিসহ পর্যায় ক্রমে বিশপগণ, ফাদারগণ, সিস্টারগণ ও সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ কাজ করে যাচ্ছেন। ৪ জানুয়ারি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এসএমআরএ সিস্টারগণ এখানে কনভেন্ট স্থাপন করেন। বর্তমানে ধর্মপল্লীতে প্রায় ৪ হাজার খ্রিস্টভক্ত রয়েছে।

এসএমআরএ পরিবারে জুবিলী উৎসব

সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ

গত ৬ জানুয়ারি এসএমআরএ পরিবারের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। দিনটিতে ২জন সিস্টার (সিস্টার মেরী প্রজ্ঞা, গোল্লা ধর্মপল্লী; সিস্টার মেরী বার্থা, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী) হীরক জয়ন্তী; ১জন (সিস্টার মেরী নির্মলা, নাগরী ধর্মপল্লী) সুবর্ণ জয়ন্তী; ৬জন সিস্টার (সিস্টার মেরী যোসেফা, নাগরী ধর্মপল্লী; সিস্টার অলিম্পিয়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী; সিস্টার আগাথা বড়দল ধর্মপল্লী; সিস্টার থিউডোরা, ভাদুন ধর্মপল্লী; সিস্টার এডলিন, নাগরী ধর্মপল্লী; সিস্টার লরেন্সা, দড়িপাড়া ধর্মপল্লী) রজত জয়ন্তী ও ৫জন সিস্টার (সুস্মিতা, সিলেট ধর্মপ্রদেশ; সিস্টার নয়মী, বান্দরবান ধর্মপল্লী; সিস্টার নিঝুম, দড়িপাড়া ধর্মপল্লী; সিস্টার রোজী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী; সিস্টার সুবর্ণা, ধানঝুরি ধর্মপল্লী) প্রভুতে চিরতরে আত্মনিবেদন করেন। সিস্টারদের আজীন ব্রত ও জয়ন্তী উৎসবকে কেন্দ্র করে গত ৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ সিস্টারদের উদ্দেশে সন্ধ্যায় পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনার মাধ্যমে তাদের জন্য প্রার্থনা ও মঙ্গল যাচ্না করা হয়। ব্রতীয় জীবনের এই দীর্ঘ যাত্রা পথে ঈশ্বর প্রতিনিয়ত তাঁদের পাশে ছিলেন। সফলতায়, ব্যর্থতায় ও সুন্দর সেবাকাজে ঈশ্বরের মঙ্গলহাতের স্পর্শ তারা অনুভব করেছেন। তাই উৎসবকারী প্রত্যেকজন সিস্টার সরবে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করেন। সাক্রামেন্তীয় আরাধনা শেষে জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারগণ মঙ্গলশোভাযাত্রা করে খাবার ঘর চত্বরের সামনে প্রবেশ করেন। সেখানেই সিস্টারদের উদ্দেশে মঙ্গলানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে শ্রদ্ধেয়া সিস্টার জেনারেল সিস্টারদের হাতে রাখিবন্ধন পরিয়ে দেন। যে রাখিবন্ধন হলো একতার চিহ্ন, ব্রতীয় জীবনে যা সবাইকে একত্রিত করে। তারপর সিস্টারদের হাতে জলন্ত প্রদীপ তুলে দেওয়া হয়। সিস্টারগণ এই প্রদীপের মতই নিজেকে ব্যয়িত করে সেবাক্ষেত্রে জনগণের মাঝে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন। সিস্টারদের মঙ্গলকামনায় ঐশবাণী পাঠ ও ভক্তিমূলক নৃত্যের মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

গত ৬ জানুয়ারি এসএমআরএ পরিবারের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। দিনটিতে ২জন সিস্টার হীরক জয়ন্তী, ১জন সিস্টার সুবর্ণ জয়ন্তী, ৬জন সিস্টার রজত জয়ন্তী ও ৫জন সিস্টার প্রভুতে চিরতরে আত্মনিবেদন করেন। সিস্টারদের আজীন ব্রত ও জয়ন্তী উৎসবকে কেন্দ্র করে গত ৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ সিস্টারদের উদ্দেশে সন্ধ্যায় পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনার মাধ্যমে তাদের জন্য প্রার্থনা ও মঙ্গল যাচ্না করা হয়। ব্রতীয় জীবনের এই দীর্ঘ যাত্রা পথে ঈশ্বর প্রতিনিয়ত তাঁদের পাশে ছিলেন। সফলতায়, ব্যর্থতায় ও সুন্দর সেবাকাজে ঈশ্বরের মঙ্গলহাতের স্পর্শ তারা অনুভব করেছেন। তাই উৎসবকারী প্রত্যেকজন সিস্টার সরবে ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করেন। সাক্রামেন্তীয় আরাধনা শেষে জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারগণ মঙ্গলশোভাযাত্রা করে খাবার ঘর চত্বরের সামনে প্রবেশ করেন। সেখানেই সিস্টারদের উদ্দেশে মঙ্গলানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে শ্রদ্ধেয়া সিস্টার জেনারেল সিস্টারদের হাতে রাখিবন্ধন পরিয়ে দেন। যে রাখিবন্ধন হলো একতার চিহ্ন, ব্রতীয় জীবনে যা সবাইকে একত্রিত করে। তারপর সিস্টারদের হাতে জলন্ত প্রদীপ তুলে দেওয়া হয়। সিস্টারগণ এই প্রদীপের মতই নিজেকে ব্যয়িত করে সেবাক্ষেত্রে জনগণের মাঝে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন। সিস্টারদের মঙ্গলকামনায় ঐশবাণী পাঠ ও ভক্তিমূলক নৃত্যের মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

৬ জানুয়ারি সকাল ৯:৪৫ মিনিটে আজীবন ব্রত ও জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারগণ, মহামান্য আর্চবিশপসহ আগত ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং উৎসব পালনকারীদের আত্মীয়পরিজন ও সুধীজন এসএমআরএ সিস্টারদের মাতৃগৃহ তুমিলিয়ার চ্যাপিলের সামনে সমবেত হন। সেখানে উৎসবকারী সিস্টারদের ফুলের ব্যাচ বুকে পরানো হয় এবং তাদের হাতে জলন্ত প্রদীপ তুলে দেওয়া হয়। সবাই শোভাযাত্রা করে কীর্তনের মধ্যদিয়ে তুমিলিয়ায় সাধু যোহন বাপ্তিস্তার গির্জায় মহাখ্রিস্টযাগের জন্য প্রবেশ করেন। আজীবন ব্রত ও জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের উদ্দেশে মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। খ্রিস্টযাগে ৫ জন সিস্টার চিরতরে প্রভুতে আত্মদানের উদ্দেশে মহামান্য আর্চবিশপ, শ্রদ্ধেয়া সিস্টার জেনারেল ও একজন উত্তরাধিকারিণীর সামনে তাদের ব্রতবাণী উচ্চারণ করেন এবং শ্রদ্ধেয়া সিস্টার জেনারেল (সিস্টার মেরী শুভ্রা) সিস্টারদের ব্রতবাণী সংঘের নামে গ্রহণ করেন। এরপর রজত, সুবর্ণ ও হীরক জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারগণ ধীরে ধীরে বেদীর সামনে এগিয়ে আসেন। তারাও তাদের জয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে ধন্যবাদ ও কৃজ্ঞতার ব্রতবাণী উচ্চারণ করেন। আর্চবিশপ ও সিস্টার জেনারেল তাদের বাণী গ্রহণ করে তাদের হাতে পোপ মহোদয়ের আশীর্বাণী স্মৃতি তুলে দেন। পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মহোদয় তার উপদেশবাণীতে ব্রতীয় জীবনের তাৎপর্য ও গুরুত্বসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা খুব সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেন। একই সাথে দীর্ঘ ত্যাগের জন্য মণ্ডলীর পক্ষে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানান।

খ্রিস্টযাগের শেষে সিস্টার জেনারেল আর্চবিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও আত্মীয় স্বজন-সহ বিভিন্ন কমিটিতে দায়িত্ব প্রাপ্তদের ধন্যবাদ জানান। এছাড়া তিনি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সিস্টারদেরও প্রিয় পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজনকে যারা উদারভাবে তাদের সন্তানদের মণ্ডলীতে তথা এসএমআরএ সংঘে দান করেছেন। তাদের উদারতার জন্য তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তারপর তিনি আজীবন ব্রত পালনকারী সিস্টারদের মাথায় মুকুট ও মাল্যদান এবং জয়ন্তী পালনকারী সিস্টারদের মাল্য প্রদানের মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এর পর পরই কীর্তনের মধ্যদিয়ে সিস্টারদের মাতৃগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। নিমন্ত্রিত অতিথিরা মধ্যাহ্ন ভোজের পর আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন এবং আমন্ত্রিত সবার জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়েই উৎসবমুখর দিনটির পরিসমাপ্তি ঘটে॥

পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃ সংঘের ব্রাদারদের রজত ও সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

ব্রাদার লিওনার্ড চন্দন রোজারিও সিএসসি

গত ১৩ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃ সংঘের ৬জন ব্রাদার রজত ও সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেন লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে। জুবিলী ও জয়ন্তী পালনকারী ব্রাদারগণ হলেন- ব্রাদার নিকোলাস থিলম্যান সিএসসি (৬০), ব্রাদার ফ্রান্সিস গেরী বৈলান সিএসসি (৬০), ব্রাদার বেনেডিক্ট রোজারিও সিএসসি (৫০), ব্রাদার সুব্রত রোজারিও সিএসসি (২৫), ব্রাদার রতন প্যাট্রিক গমেজ সিএসসি (২৫) এবং ব্রাদার প্রশান্ত ইগ্নেসিয়াস কস্তা সিএসসি (২৫)। আনন্দঘন ও তাৎপর্যপূর্ণ অবিস্মরণীয় এ জয়ন্তী পালন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি সংঘ প্রদেশপাল ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি, ১০ জন যাজক, ৪০ জন ব্রাদার, ৫০ জন ব্রাদার প্রার্থী এবং প্রায় ৩০০ জন খ্রিস্টভক্ত। সকাল ৯ টায় জুবিলীর পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হওয়ার পূর্বে সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গন থেকে শোভাযাত্রা করে সকলে গির্জায় প্রবেশ করে। এ সময় জুবিলী পালনকারী ছয়জন সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদারদের ফুল, চন্দন ও তিলক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর পরই ছিল ছয়জন ব্রাদারদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে জুবিলী পালনকারী ছয়জন ব্রাদরদের ফুল ও বরণ নৃত্যের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জুবিলী উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক ও সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ ব্রাদার লিওনার্ড চন্দন রোজারিওসিএসসি।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি এবং সংঘ প্রদেশপাল ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি। এ সময় জুবিলী উদ্‌যাপনকারী ব্রাদারগণ তাদের সন্ন্যানব্রত জীবনের দীর্ঘ ২৫, ৫০ ও ৬০ বছরের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সহভাগিতা করেন। তাদের এ অভিজ্ঞতা সবার জন্যই ছিল খুবই শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ। অতঃপর জুবিলী উদ্‌যাপনকারী ব্রাদারদের জুবিলী ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর বিসিএসএম ইউনিট এ সময় ব্রাদারদের জুবিলী ব্যাচ পড়িয়ে দেয়। লক্ষ্মীবাজার ধর্মপল্লীর ছোট ছোট শিশু ও যুবারা সমস্ত অনুষ্ঠানটিতে তাদের মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা দিয়ে জুবিলী অনুষ্ঠানকে আরও রঙিন করে তোলে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পরে মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে জুবিলি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বাড়ি ভাড়া

তেজকুনিপাড়া ৬১/বি
হুন্ডার গলি
(মার্চ থেকে)

যোগাযোগ
০১৭৪৬৭৯১৩২১

বিজ্ঞ/৪৩/২৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩১ জানুয়ারি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
দড়িপাড়া (মনেগ বাড়ী)

আমার বাবা,

বাবা ছাড়া সন্তানের জীবন কতটা নিঃসঙ্গ তা বলার নয়। বাবা তোমার ও ঠাকুর মা, ঠাকুরদাদার আত্মার শান্তির জন্য সব সময় প্রার্থনা করি। বাবা, ঈশ্বরের কাছে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো ও আশীর্বাদ করো যেন তোমার আদর্শে নিয়মানুবর্তিতায়, আধ্যাত্মিকতায় সুন্দর ও প্রার্থনাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারি। বাবা, তুমি আমার আদর্শ। অনেক ভালবাসি বাবা তোমাকে।

ইতি

তোমার আদরের
অশ্রু, শ্যামল রিচার্ড, বৃষ্টি, দৃষ্টি।

বিজ্ঞ/৪১/২৩

শিক্ষা বিস্তারে বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছরের পথচলা

পিটার ডেভিড পালমা

মানুষকে শিক্ষিত না করলে জাতি উন্নত হবে না আর শিক্ষা থেকে যেন কেউ; বিশেষভাবে অনাথ, এতিম, গরীব-দুঃখীজন বঞ্চিত না হয়

সে উদ্দেশ্য নিয়ে ১ এপ্রিল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র কয়েকজন অনাথকে নিয়ে বটমলী স্কুলের পথ চলা শুরু হয়। ধীরে ধীরে স্কুলটি সময়ের চাহিদা মিটিয়ে এর আপন দ্যুতি বিকিরণ করতে থাকে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম অনুমতি লাভের পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে এখনো শিক্ষা সেবায় নিজেকে আত্ম-নিয়োগ করে যাচ্ছে। ৭৫ বছরের এ পথচলায় হাজারো কচি প্রাণকে আলোকিত করে বটমলী হোম বালিকা বিদ্যালয় আজ দেশ বিদেশে পরিচিত একটি নাম। তাই প্রাণের টানে প্রাক্তন-বর্তমান হাজারো শিক্ষার্থীদের কলকাকলীতে জানুয়ারির ২০ ও ২১ তারিখে ঢাকার তেজগাঁও ধর্মপল্লীর বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পালিত হয় স্কুলটির প্লাটিনাম জুবিলী। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে ও উপকারী-শুভাকাঙ্খীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার প্রত্যয়ে আয়োজন করা হয় এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের।

২০ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ জুবিলীর প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মাননীয় এমপি গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার; সংসদ সদস্য শবনম জাহান, এমপি; প্রধান শিক্ষিক সিস্টার মেরী সুপ্রীতি এসএমআরএ; সিস্টার মেরী দিপ্তী এসএমআরএ; স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ফাদার সুব্রত বি গমেজ; ফাদার কমল কোড়াইয়া ও ফাদার আবেল বি রোজারিও; নির্মল রোজারিও, ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকবৃন্দ। প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ৭৫ বছরের জুবিলী উপলক্ষে প্রদীপ প্রজ্বলন করে জুবিলীর ফলক, স্মরণিকা মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রধান শিক্ষিক সিস্টার মেরী সুপ্রীতি এসএমআরএ এর স্বাগত বক্তব্যের পর বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি, সন্মানিত অতিথিদ্বয় ও বিশেষ অতিথি ও অন্যান্য অতিথিগণ। প্রধান অতিথি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি বলেন, "২য় বিশ্বযুদ্ধের পর পর অনাথ শিশুদের নিয়ে শুরু করা এই স্কুল আজ এই তোজগাঁও অঞ্চলের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। সমাজে নারীদের অবদানের কথাও তিনি তুলে ধরেন।" বক্তব্য শেষে ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, একশন সং, নাচ, আবৃত্তি ও স্মৃতিচারণের মধ্যদিয়ে ১ম দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

২১ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে ২য় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। সাথে ছিলেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে পরিচালক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, ভিয়ান্নী হাসপাতালের পরিচালক ফাদার কমল কোড়াইয়া, ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই ও ফাদার সনি রোজারিও। শোভাযাত্রার ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক সিস্টার মেরী সুপ্রীতি এসএমআরএ। খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ বলেন, "জুবিলী হলো মুক্তির বছর। মানুষ নিজেদের স্বার্থের জন্য, লোভের জন্য বিভিন্ন ভাবে পরাধিনতার স্বীকার হয়েছে। এই জুবিলী বছর পালনের মধ্যদিয়ে তারা তাদের নিজেদের শিকড়ে ফিরে আসবে। অর্থ্যাৎ তারা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় ফিরে আসবে। শিক্ষকদের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে বচন, কথন ও বসন এই ৩টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদান করতে হবে।" খ্রিস্টযাগের পর স্কুল প্রাঙ্গন থেকে আনন্দ র‍্যালী সহযোগে রাস্তা ঘুরে পুনরায় স্কুল প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে।

২য় দিনে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি প্রফেসর মো: মনোয়ার হোসেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক; আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ; ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু; ড. আলো ডি রোজারিও; সিস্টার মেরী দিপ্তী এসএমআরএ; বাবু মার্কুজ গমেজ; সিস্টার মেরী শুভ্রা এসএমআরএ ও সিস্টার ভায়োলেট রড্রিক্স।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ বলেন, "আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুবই উন্নত কারণ মণ্ডলীর ফাদার, সিস্টার ও ব্রাদারগণ তাদের সমস্ত মন, প্রাণ দিয়ে এ সকল প্রতিষ্ঠানে সেবা দান করেন। আমাদের সেবাদানে শুধু শিক্ষাই নয় সেই সাথে রয়েছে স্বাস্থসেবা, অভাবী, অসহায় মানুষের সেবা। শিক্ষাঙ্গনে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ও নৈতিক চরিত্র গঠন দিয়ে থাকি।" প্রধান অতিথি প্রফেসর মো: মনোয়ার হোসেন বলেন, "এ বিদ্যালয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। আমাদেরকে সর্বদা নিজেদের অস্তিত্ব মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন বলেই আমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করছি। তোমরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হও ও দেশ গঠনে নিজেদের আত্মনিয়োগ করো।" বিশেষ অতিথি ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু বলেন, "এ বিদ্যালয়ে যারা প্রধান শিক্ষক হিসেবে ছিলেন ও আছেন তারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও পরিশ্রমী। শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে একটি পারিবারিক বন্ধন। তাই এই স্কুল এতো ভাল। এ স্কুল সার্বিকভাবে আরো সফলতা লাভ করুক এবং ভবিষ্যতে আরো বিকশিত হোক।"

দুপুরের আহারের পর ২য় দিনে বিকেলের শুরু হয় সূচনা সংগীত দিয়ে। এ অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই; সন্মানিত অতিথি ছিলেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও; পঙ্কজ গিলর্বাট কস্তা। মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও তার বক্তব্যে বলেন, "বটমলী হোম অর্ফানেস ঘিরে এই প্রতিষ্ঠানটির সূচনা হলেও সাধারণ মানুষের জন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি করতে গিয়ে যে সাফল্য তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। সমাজের অনেককেই প্রতিষ্ঠিত করেছে এ প্রতিষ্ঠান। তাই এ প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যারা শিক্ষকতা করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। যারা শিক্ষা দান এবং প্রশাসনিক কাজে জড়িত আছেন তারা একটু ভাববেন কি করে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে মানবিক ভ্রাতৃত্বের গঠন দেওয়া যায়।"

বক্তব্যের পর স্মারক প্রদান, অনুভূতি প্রকাশ, গান, নৃত্য ও র‍্যাফেল ড্র ও পুরস্কার বিতরণীর মধ্যদিয়ে ৭৫ বছরের প্লাটিনাম জুবিলী উৎসব শেষ হয়। অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করেন ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ, সভাপতি, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ।

রজত জয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে ঢাকা যুব কমিশন

যোসেফ অস্কার গমেজ

২০২২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন উপনীত হয় এক মহালগ্নে, তার যুব সেবার রজত জয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে। ১৯৯৭-২০২২ খ্রিস্টাব্দ পঁচিশ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রায় যুব কমিশনের সাথে যুক্ত ছিলেন যুব সমন্বয়কারী এবং সেক্রেটারি ফাদার ও সিস্টারগণ, এনিমেটরগণ এবং শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা যাদের হাত ধরে যুব কমিশন এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। গত ১৮ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ হাউস, রমনায় 'সহভাগিতা, সেবা ও সাক্ষ্যদান' এই মূলসুরের উপর পালিত হয় রজত জয়ন্তীর মহোৎসব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, এপিসকপাল যুব কমিশনের চেয়ারম্যান পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ। শ্রদ্ধেয় ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, ভিকার জেনারেল, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের প্রখ্যাত অভিনয় শিল্পী চঞ্চল চৌধুরী, শ্রদ্ধেয় ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল, বর্তমান যুব সমন্বয়কারি, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন এর সেক্রেটারী, সিস্টার মেরী আন্না মারীয়া এসএমআরএ, এপিসকপাল যুব কমিশন এর যুব সমন্বয়কারী শ্রদ্ধেয় ফাদার বিকাশ বিবেরু সিএসসি, প্রাক্তন যুব সমন্বয়কারীগণ, সেক্রেটারীগণ, আঞ্চলিক যুব সমন্বয়কারী ফাদারগণ, চন্দন জাখারিয়াস গমেজ, মি. জ্যোতি গমেজ এছাড়াও অন্যান্য ফাদার ও সিস্টারগণ, অতিথিবৃন্দ, বর্তমান ও প্রাক্তন এনিমেটরগ ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, ওয়াইসিএস ও বিসিএসএম এর সদস্যগণ এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুবক-যুবতীরা। বর্তমান ও প্রাক্তন এনিমেটরদের নিয়ে এ যেন হয়ে ওঠে এক মিলন মেলা। রজত জয়ন্তী উৎসবের প্রথমেই ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রথমেই ঢাকা যুব কমিশনের বর্তমান এনিমেটরগণ নৃত্যের তালে তালে অতিথিগণকে বরণ করে

নিয়ে আসেন অস্থায়ী মঞ্চে। কমিশনের বর্তমান যুব সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল স্বাগত বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে সকলকে রজত জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে স্বাগতম জানান। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় এবং জাতীয় পতাকা ও কমিশনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। শান্তির প্রতীক স্বরূপ কবুতর এবং বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অতিথিবৃন্দ রজত জয়ন্তীর লোগো উন্মোচন করেন এবং একজন বর্তমান এনিমেটর মি: যোসেফ অস্কার গমেজ লোগোর ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যুব কমিশনের রজত জয়ন্তীর গানে নৃত্য পরিবেশনের মধ্যদিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হয়। পঁচিশটি প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই এবং উপদেশবাণী রাখেন বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। উপদেশে তিনি বলেন, যুবাদের দিকে যিশুর বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে। সেই দৃষ্টি হ'লো ভালোবাসার দৃষ্টি তাহলে সেই দৃষ্টিতে যিশু আমাদের কাছে কি চান সেটা যেন আমি বুঝতে পারি। টিফিন ও টিশার্ট গ্রহণ ও আনন্দ র‍্যালি করা হয়। এসময় যুব কমিশনের গানে গানে এবং স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে রমনার রাজপথ। বিকেলের অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিদেরকে ফুল এবং ব্যাচ পড়িয়ে বরণ করা হয়। যুব সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং সবাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি জয়ন্তীর মূলসুরের ওপর ভিত্তি করে খ্রিস্টীয় সাক্ষ্যদান এবং জগতের সামনে আমাদের লবণ ও আলো হয়ে ওঠার বিষয়টি তুলে ধরেন। প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনের পর প্রখ্যাত অভিনয়শিল্পী চঞ্চল চৌধুরীকে ফুল ও গানের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ তার বক্তব্যে জুবিলীর মূলসুরটিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং যিশু খ্রিস্টের জীবন ও কাজ দিয়ে সাক্ষ্যদানের বিষয়টি তুলে ধরেন। অভিনয়শিল্পী চঞ্চল চৌধুরী তার বক্তব্যে যুবদের উদ্দেশে ভাল মানুষ হয়ে ওঠা এবং সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও মানব সেবায় কাজ করে পৃথিবীটাকে সুন্দর করে তোলার বিষয়টি তুলে ধরেন। এরপর অতিথিবৃন্দ যুব কমিশনের বার্ষিক মুখপত্র 'চতুর্দোলার' রজত জয়ন্তীর বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচনের পর আগত অতিথিদেরকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এরপরই বক্তব্য রাখেন মহামান্য আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি এবং প্রাক্তন যুব সমন্বয়কারী ফাদার কুঞ্জন কুইয়া। যুব কমিশনের প্রথম যুব সমন্বয়কারী ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজের একটি ভিডিও বার্তা প্রদর্শনের মাধ্যমে যুব কমিশনের শুরুর দিকের ইতিহাস ও স্মৃতি তুলে ধরেন। এরপরই কমিশনের বর্তমান এনিমেটরগণ পরিবেশন করেন জারি গান, যেখানে তারা দীর্ঘ পঁচিশ বছরের পথচলা ও কার্যক্রমকে সুর ও তালের মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তোলেন। জারি গানের পরই ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি তার বক্তব্য তুলে ধরেন। যুব কোর্সের গল্প বলা প্রতিযোগিতা সহভাগিতার মধ্যদিয়ে যুব কমিশনের গঠনমূলক কার্যক্রমকে তুলে ধরেন ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ। ঢাকা যুব কমিশন এবং ঢাকা বিসিএসএম এর যৌথ প্রযোজনায় নাটক 'সহভাগিতাই সমাধান' পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানের পরবর্তী আকর্ষণ ছিল লটারি। সবশেষে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল খ্রিস্টান ব্যান্ড 'অবশ'। তাদের চমৎকার গান পরিবেশনার মধ্যদিয়ে শেষ হয় রজত জয়ন্তীর অনুষ্ঠানটি। রজত জয়ন্তীর পুরো অনুষ্ঠানটি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের ফেজবুক পেইজ থেকে লাইভ সম্প্রচার করা হয়। উপস্থিত উক্ত অনুষ্ঠানে ২ জন বিশপ, ১৫ জন যাজক, ১২ জন সিস্টার সহ মোট ৩১২ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

জাগরণী সংঘের গৌরবময় ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

লিটন হিউবার্ট কোড়াইয়া

"পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায় ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা; সে কি ভোলা যায়? আয়, আরেকটিবার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয় মোরা সুখের-দুঃখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়। মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায় বাজিয়ে বাঁশি, গান গেয়েছি বকুলের তলায় তার মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায় আবার দেখা যদি হল, সখা, প্রাণের মাঝে আয় (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।"

সেই কবেকার কথা কবিগুরুর লেখা চির অম্লান গানটি বেশ ক'মাস ধরে হৃদয়পটে সুর তুলছিলো নীরবে। যৌবনের আনন্দ উল্লাসের দিনগুলোতে যারা ছিলাম হৃদয়ের আঙ্গিনায়, হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ রেখে যুবাদের ইতিবাচক পরিবর্তন আর প্রতিভা অন্বেষণের এক অনাবিল আকর্ষণে নিয়তই ঘর ছাড়া হতাম, সেই আমরাই হঠাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম নানা ব্যস্ততার মোহনায় কিংবা গোধূলীর নিয়ন আলোয়। কিন্তু হৃদয়ের গহীনে লুকিয়ে যার চির অবস্থান চাইলেই কি হারিয়ে বা দূরে থাকা যায়! হৃদয়ের বন্ধন কখনোই ছেঁড়া যায় না। আর সেই আনন্দে আত্মহারা বৃহত্তর তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর যুব সমাজ। প্রাণের টানে মিলে সুখ দুঃখের স্মৃতিতে হারিয়ে যেতে গত ১৩-১৪ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে এক মন এক প্রাণে মিলিত হয়েছিলাম দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের গির্জা প্রাঙ্গণে প্রাণের, স্পন্দন জাগরণী সংঘের গৌরবময় ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তীর নিমন্ত্রণে।

২১ জানুয়ারি ১৯৭৩ খ্রিস্টবর্ষে প্রতিষ্ঠিত জাগরণী সংঘ, সেই সময় আমাদের মত অনেক যুবা বা তরুণের জন্মই হয়নি কিন্তু সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের সেই অধিকাংশ স্বপ্নচারীদের হৃদয়-ক্যাম্পাসে পেয়ে বাঁধনছেঁড়া মুক্ত বিহঙ্গের মত সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দের গল্পে মুখরিত হয়ে ওঠেছিলো প্রিয় ধর্মপল্লীর সবুজের বুকে ফুঁটে ওঠা জাগরণীর বর্ণিল বাতাবরণ। নবীন আর প্রবীণের মিলনমেলার সেই টগবগে বর্ণিল রোশনাই এই দু'দিন সত্যিই এক ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এক অজানা আনন্দে অনেকেই হয়ে পরেন আবেগ আপ্লুত ও বাকরুদ্ধ। বার্ধক্যজনিত কারণে উপস্থিত হতে না পারলেও সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, সম্মাননা স্বারক ও টি-শার্ট হাতে পেয়ে চোখের জলে প্লাবিত হয় প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক পরিষদ সদস্য ও প্রাক্তন সভাপতি (১৯৮০-৮১) শ্রদ্ধাভাজন জন কোড়াইয়া। মূল মঞ্চের সামনে হঠাৎই দেখা শুরুর দিকের দুই প্রাচীন পরস্পরকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে নিলেন। সেকি বাঁধন! মনে হচ্ছে এতদিন দেখা না হওয়ার যন্ত্রণা চোখের আনন্দাশ্রুতে বিসর্জন দেবেন! শুধু দেশেই নয় প্রাণের জাগরণীর সুবর্ণজয়ন্তীর আবেদনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাড়া দিয়েছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত সম্মানিত প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ। বিনিদ্র দিবস রজনী উপভোগ করেন দুইদিন ব্যাপী নানা আয়োজন। জাগরণীর প্রাক্তন সভাপতি যার মেয়াদকালে ২৫ বছরের রজতজয়ন্তী সম্পন্ন হয়েছিলো সেই প্রিয়মুখ শংকর ভাস্কর পালমা ছুটি নিয়েও শেষ পর্যন্ত মেয়ের স্কুলে ভর্তি সংক্রান্ত কারণে আসতে না পারলেও নিজের পরিবারের সদস্যদের পাঠিয়েদেন নিজের হয়ে মাহেন্দ্রক্ষণের সঙ্গী হতে। তবে অনেক আক্ষেপ নিয়ে সর্বসময় সঙ্গী ছিলেন স্যোসাল মিডিয়ার কল্যাণে। আমাদের জীবনে জাগরণী সংঘের প্রভাব যে নাড়িছেঁড়া তার বড় প্রমাণ প্রাক্তন সভাপতি সুহৃদবর বিকাশ কর্ণেলিয়াস রোজারিও ও অনুপ আন্তনী গমেজ যারা সুবর্ণ জয়ন্তীর জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে চলে আসেন প্রথম চন্দ্র বিজয়ের দেশ সুদূর মার্কিন মুল্লুক ও ক্যাঙ্গারুল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া থেকে। খোশগল্পে মত্ত প্রাণের সখাদের একজনকে বলতে শুনলাম, আজ প্রায় ২৫ বছর পর তাদের দেখা। এতদিন মাঝে-মধ্যে মোবাইল-ফোন বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যোগাযোগ হলেও দেখা হয়নি। আজ দেখা হওয়ায় তাদের মনে পড়ছে সেই উচ্ছল দিনগুলোর কথা যখন প্রাণের এই জাগরণীর জন্য ধর্মপল্লীর কতই না মেঠো পথ হেঁটেছেন একসাথে, নিঘুম রাত কাটিয়েছেন ছাপাখানার মেঝে, ঢাকার অলিগলি চষে বেড়িয়েছেন। আবার কেউ শোনালেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের হীমশীতল রাতেও ত্রিপাল মুড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা, নাটকে মেয়ে সেজে সং সাঁজা, খেলার মাঠ আর অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে পরীক্ষার হলে যাওয়ার সোনালী দিনগুলোর স্মৃতিময় কতশত গল্প-ঠিক যেন জীবনানন্দ দাসের মত "হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;.....সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল; পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল; সব পাখি ঘরে আসে সব নদী ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন।"

১৩ জানুয়ারি সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভ উদ্বোধনীতে গাজীপুর ৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মেহের আফরোজ চুমকী উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করলেও হঠাৎই রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকাতে টেলি-কনফারেন্স এ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধণী ঘোষণা করেন ও ধর্মপল্লীবাসীসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ওনার পক্ষ থেকে তুমিলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আবু বকর মিয়া (বাক্কু), স্থানীয় পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ ও অন্যান্য গণ্যমাণ্য অতিথিসহ সংঘের প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে, শান্তির প্রতীক কবুতর, বেলুন উড়িয়ে ও শিখা প্রজ্বলনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেন। অনুষ্ঠানের ২য় দিন ১৪ জানুয়ারি মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করে দিনের কর্মসূচী শুরু করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে মহামান্য আর্চবিশপ ও সেন্ট যোসেফ স্কুল এন্ড কলেজের মান্যবর অধ্যক্ষ ব্রাদার লিও গমেজ সিএসসি বৃক্ষরোপণ করে সুবর্ণ জয়ন্তীকে আরও স্মরণীয় করে রাখেন। বর্ণিল আনন্দ-শোভাযাত্রা, নানা স্মৃতিচারণ ও নিরন্তর গল্পগুজব, সুস্বাদু খাবার, সৌভাগ্য কূপন ড্র ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পরিসমাপ্তি হয় প্রাণপ্রিয় জাগরণী সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের দীর্ঘদিনের অনেক প্রতীক্ষিত যাত্রা। দুই দিনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় দেশবরণ্য নাট্যকার এবং খ্যাতিমান অভিনেতা শ্রদ্ধাভাজন ফারুক আহমেদ, বাউল সম্রাট শফি মন্ডল, ক্লোজ আপ ওয়ান তারকা কিশোর ক্লাডিয়াস আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে মঞ্চ মাতিয়ে রাখেন। দুইদিন ব্যাপী এই মাহেন্দ্রক্ষণে সভাপতিত্ব করেন সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় পরিষদ আহ্বায়ক সুহৃদবরেষু যুবপ্রিয় নেতা শ্যামল এল কস্তা।

জয় জয়ন্তী, প্রিয় জাগরণী, আমার জাগরণী।

ফাদার কার্লো দত্তি পিমের যাজকীয় জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন

বরেন্দ্রদূত: গত ১৭ জানুয়ারি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ ভবনে ফাদার কার্লো দত্তি পিমের যাজকীয় জীবনের ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ব্রাদার ফ্রান্সিস ব্রয়লার সিএসসি'র ৬০ বছরের ব্রতীয় জীবনের উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। সন্ধ্যা ৬টা সময় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এই মহতি অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ফাদার মেলী, পিমে, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ৩ জন ফাদার, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের শহরে অবস্থিত অন্যান্য ধর্মপল্লী থেকে আরো ১০ জন ফাদার, ৫ জন ব্রাদার এবং ৫ জন সিস্টার ।

খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার কার্লো দত্তি পিমে বলেন, আমার কোন যোগ্যতার কারণে ঈশ্বর আমাকে বেছে নেননি। বরং আমার দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বেছে নিয়েছেন যেন আমি তাঁর হয়ে কাজ করতে পারি। তাই আজ আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই মণ্ডলীর সেবা কাজ করার জন্য বিগত ৫০টি বৎসর তিঁনি আমাকে বিভিন্ন আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করেছেন। তাই, আমার যাজকীয় জীবনের জন্য আমি ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

খ্রিস্টযাগের শেষে বিশপ জের্ভাস রোজারিও ফাদার কার্লো দত্তি পিমেকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ফাদার কার্লো দত্তি তার মিশনারি জীবনের প্রায় বেশিরভাগ সময়েই রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে কাজ করেছেন। আজ তাকে আমরা এখানে পেয়ে আনন্দিত ও গর্বিত। কেননা, ঈশ্বর তাকে যেভাবে ৫০ বছর ধরে সাহায্য করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন তেমনি যেন আগামী দিনগুলিতেও ঈশ্বরের আশীর্বাদ তার উপর থাকে। বিগত বছরগুলিতে ফাদারের এই সুদীর্ঘ সেবা দানের জন্য রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের সকল খ্রিস্টভক্ত, সিস্টার, ব্রাদার, ফাদার এবং আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, উপহার প্রদান এবং সান্ধ্যভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রথম বাঙালি পিমে মিশনারী-যাজক ফাদার অমল গাব্রিয়েল কস্তা'র যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা

ফাদার অমল গাব্রিয়েল কস্তা রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর একজন পিমে মিশনারী যাজক। তিনি প্রথম বাঙালি পিমে মিশনারী যাজক, যিনি ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়াদান করে ইতালীতে

পড়াশুনা করেছেন এবং ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র জপমালা ধর্মপল্লী তেজগাঁও, ঢাকাতে যাজক হিসাবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। মিশনারী যাজক হিসাবে তিনি প্রথমেই আফ্রিকা মহাদেশের আইভরি কোষ্টে পালকীয় সেবাকাজ করেন। সেখানে প্রায় ৫ বছর যাজক হিসাবে সেবাদানের পর তিনি ইতালীর পিমে সম্প্রদায়ের মেজর সেমিনারী মিলানের মনসা'তে প্রথমে সহকারী পরিচালক হিসাবে দুই বছর এবং পরবর্তীতে পরিচালক হিসাবে দীর্ঘ ৬ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি পিমে সম্প্রদায়ের পরিচালনা দলের (Administrator) উপদেষ্টা হিসাবে ৬ বছর দায়িত্ব পালন করেন। সেই সাথে তিনি রোমে থাকাকালীন সময়ে আধ্যাত্মিকতার উপরে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্য পড়াশুনা করেন। তিনি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে একজন বিনম্র সেবকের ন্যায় আবারো আইভরি কোষ্টে মিশনারী হিসাবে একটি ধর্মপল্লীতে পালকীয় কর্মদায়িত্ব পালন করছেন এবং পাশাপাশি সেখানে রিজিওনাল সুপিরিয়র হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিগত ডিসেম্বর ২৯, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে নিজ জন্মস্থান যিশুর পবিত্র হৃদয়ের ধর্মপল্লী রাঙ্গামাটিয়াতে ঈশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে ফাদার অমল গাব্রিয়েল পিমে যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেন। ডিসেম্বর ২৮ তারিখ বিকাল ৩:৩০ মিনিটে ধর্মপল্লী প্রাঙ্গণে তাকে ফুলের মালা দিয়ে ধর্মপল্লীবাসীর পক্ষ থেকে স্বাগতম জানিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। তারপর গির্জাতে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা ও প্রার্থনা করা হয়। নিজ বাড়ি রাঙ্গামাটিয়া পশ্চিমপাড়া মঙ্গলনুষ্ঠান করা হয়। ডিসেম্বর ২৯ তারিখ পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, পিমে রিজিওনাল সুপিরিয়র ফাদার মিখায়েলেসহ প্রায় ২৫ জন যাজক এর উপস্থিতিতে রজত জয়ন্তী পালনকারী ফাদার অমল গাব্রিয়েল কস্তা রাঙ্গামাটিয়া গির্জাতে ব্রাদার-সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে জুবিলী উপলক্ষে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তা ফাদার অমল গাব্রিয়েল কস্তার, সংক্ষিপ্ত জীবন, জীবনাহ্বান ও ফাদারের দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাজকীয় জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন ও সেবাকাজের উপর সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন গমেজ, আর্চবিশপ মহোদয়, ফাদার মিখায়েলে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। ফাদার অমল গাব্রিয়েল কস্তা পরিশেষে তার ধন্যবাদ বক্তব্যে সংক্ষিপ্ত ভাবে তার জীবনে মহান ঈশ্বর কী ভাবে শতকীর্তি সাধন করেছেন তা সহভাগিতা করেন এবং রজত জয়ন্তীকে সুন্দর, অর্থপূর্ণ ও সার্থক করে তুলতে যারা পরিশ্রম করেছেন এবং নানাভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পরে রজত জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। খ্রিস্টযাগের পরে বাদ্য-বাজনাসহ নেচে-গেয়ে তাকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে নিমন্ত্রিত অতীথিবৃন্দ মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) দ্বারা (নিবন্ধন নং ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৪ তারিখ ১৩ মার্চ, ২০০৮) নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিতাস বাংলাদেশ, প্রোগ্রাম অংশীদারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপ:

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) পদের নাম : ক্রেডিট অফিসার (শিক্ষানবিশ) পদ সংখ্যা : ০৬ টি বয়স : ২২-৩৫ বছর (২৮/০২/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। বেতন : শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা।	• এইচ.এস.সি পাশ। • গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২) পদের নাম : কেয়ারটেকার-কাম-কুক (শিক্ষানবিশ) পদ সংখ্যা : ০২ টি বয়স : ২২-৩৫ বছর (২৮/০২/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) বেতন : শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১২,০০০/-(বারো হাজার) টাকা।	• ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে। • রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। • মাঠ পর্যায়ের অফিসে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

সুবিধাদি : চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্রাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেলথ কেয়ার স্কীম এবং বছরে দুটি বোনাস প্রদান করা হবে।

কর্মস্থল : মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, দোহার, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, কাপাসিয়া এবং কালীগঞ্জ উপজেলা।

আবেদনের শর্তাবলী :

১. আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদনের জন্য আবেদন পত্রে যে সকল বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে : ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম /স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) বৈবাহিক অবস্থা ঠ) চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপকের নাম, পদবী, ই-মেইল এড্রেস ও মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। চাকুরীর অভিজ্ঞতা নেই এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে (পরিবারের সদস্য কিংবা আত্মীয় নন) দুই জন রেফারেন্স এর নাম, ঠিকানা, ই-মেইল এড্রেস, মোবাইল ফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে (এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/নিজ স্কুল/ কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি)।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. কারিতাসে চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই।

৪. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।

৫. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ০৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে।

৬. ১নং পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ও ২নং পদের নির্বাচিত প্রার্থীকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য। এছাড়াও, ১নং পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৭. ধূমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

৮. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৯. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১০. আবেদনপত্র আগামী ২১/০২/২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১১. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৩. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিদের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিদের যে কোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভুক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা
আঞ্চলিক পরিচালক
কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
১/সি, ১/জি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিপ্র/৪৫/২৩

ফাদার মার্টিন মন্ডল: এক ঝরা ফুলের গল্প

ফাদার স্ট্যানলী কস্তা

মার্টিন মন্ডলের সাথে আমার পরিচয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় অর্দ্ধে। তৎকালিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে নিজস্ব ধর্মপ্রদেশের মাইনর সেমিনারী থেকে আমরা নটরডেম কলেজে পড়ার জন্য রমনা সাধু যোসেফের ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারীতে এসেছি। খুলনা ধর্মপ্রদেশ থেকে এসেছে দুইজন: মার্টিন মন্ডল ও বাবুল বৈরাগী। প্রথমে পরিচয়, তারপর সখ্যতা, শেষে বন্ধুত্ব। আজ যখন ফাদার মার্টিনকে হারিয়ে ভাবি, মার্টিনের সাথে আমার এত ভাল বন্ধুত্ব হল কেন? হয়তো দুইটি কারণে: প্রথমত ওর পরিশীলিত স্বভাব, ব্যক্তিত্ব, শুদ্ধ ভাষা, বুদ্ধি, ফুটবল খেলার দক্ষতা, তবলার বোল এবং আনন্দময় স্বভাব। অন্যদিকে পরিচয়ের অল্প দিনের মধ্যেই জানতে পারি জন্ম সূত্রে আমরা একই ধর্মপল্লীর মানুষ, অর্থাৎ আমার জন্ম ভবরপাড়া ধর্মপল্লীর পাকুরীয়া গ্রামে আর মার্টিনের জন্ম কার্পাসডাঙ্গা গ্রামে (যা পূর্বে ভবরপাড়া ধর্মপল্লীর অধীনস্থ ছিল)। সেই সাথে মার্টিনের বাবা সন্তোষ মন্ডল (সরকার বা কাটিখিস্ট) হওয়ার সুবাধে আমার বাবাকে চিনতো। সেই সাথে দুইজনের চেহারা, সাইজ এবং পছন্দের মধ্যে বেশ মিল ছিল। তাই বন্ধুত্ব হতে সময় লাগেনি এবং অন্যেরাও আমাদের বন্ধুত্বকে appreciate করতো। সেই যে শুরু আমৃত্যু তা বজায় ছিল। দুইজনের বন্ধুত্বের সূত্রে মার্টিনের পরিবার, বিশেষ করে সিস্টার রাফায়েল্লা; মার্টিনের পিশি, যিনি মার্টিনের লেখাপড়া ও গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনি বলতেন; 'আমার দুই ছেলে'। অন্যদিকে আমার মা এবং আমার পরিবারের সবাই মার্টিনকে খুবই ভালবাসত, দাদা বলে ডাকত। আমাদের বাড়িতে মার্টিনের যাতায়াত ছিল। সর্বশেষ ২০২১ খ্রিস্টাব্দে যখন গোল্লাধর্মপল্লীবাসি আমার যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী পালন করেন সেই অনুষ্ঠানে ফাদার মার্টিনের আনন্দময় উপস্থিতি ও উচ্ছ্বাস এবং ছোটগোল্লা থেকে মিশন প্রাঙ্গনে প্রবেশ অব্দি সবসময় আমার হাত সযত্নে ধরে ছিল। সেই শোভাযাত্রার স্মৃতি আজও আমার মাকে কাঁদায়। ১৯৮৪-২০২২ খ্রিস্টাব্দ এই দীর্ঘ ৩৮ বছরের অনেক সুখ-স্মৃতি রয়েছে ফাদার মার্টিনের সাথে যা সবিস্তারে লিখতে গেলে প্রতিবেশী'র কয়েকটি সংখ্যায় লিখতে হবে ধারাবাহিকভাবে। আজ বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মৃতির এ্যালবাম থেকে কিছু কথা, কিছু সুখ স্মৃতি শুধু তুলে ধরছি,

ফাদার মার্টিন ছিলেন একজন সুন্দর মানুষ: স্বভাব-চরিত্রে, ভদ্রতায়, সৌজন্যে কথায়-আচরণে ফাদার মার্টিন ছিল আপাদমস্তক একজন সুন্দর মানুষ। আনন্দিতমন, মজাদার কথা, নম্র স্বভাব, মিষ্টি হাসি, পরিশীলিত রুচিবোধ, তাকে একজন সুন্দর মানুষ করেছে।

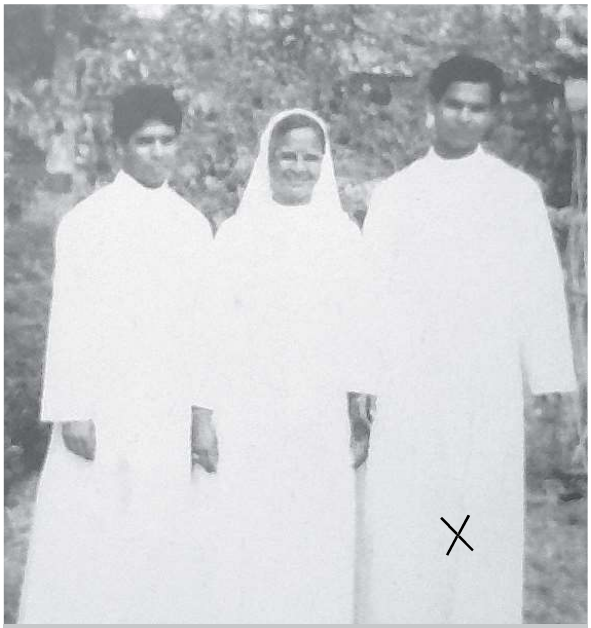

লেখকের সাথে প্রয়াত ফাদার মার্টিন (ক্রস চিহ্নিত)

এই দীর্ঘ স্মৃতিঘেরা জীবনে কখনো তার মধ্যে উগ্রতা, প্রতিহিংসা পরায়নতা, দাম্ভিকতা দেখিনি বরং দেখেছি মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, উদারতা, সহানুভূতি। করোনার পরবর্তীকালে আমার শারীরিক অবস্থা যখন খুবই খারাপ হয়ে যায়, জীবনের আশার প্রদীপ যখন নিভে আসছিল, রমনা বিশপ হাউজের নীরব ঘরে প্রায় একাকী জীবন-যাপন করছিলাম। ফাদার মার্টিন মাঝে মাঝে এসে আমার কাছে বসে থাকত, গল্প করতো। আমার একাকীত্ব, দুঃচিন্তা লাঘব করতে চেষ্টা করত। চিকিৎসার জন্য আমাকে যখন ভেলুর পাঠানো হলো, মার্টিন রোমানকলারের সব কটি সার্ট আমার ঘরে পাঠিয়ে দিল। তার দেওয়া সার্ট পড়েই আমি ভেলুর গেলাম, চিকিৎসা করালাম, অনেকটা সুস্থ হলাম। আমি আজও বেঁচে আছি অথচ মার্টিন মন্ডলই চলে গেল।

ফাদার মার্টিন ছিল একজন আনন্দের মানুষ: তার মধ্যে ছিল sense of humor। সেমিনারীয়ান হিসাবে মার্টিন খুবই মজার মানুষ ছিল। সর্বদা হাসিমাখা মুখ, মজার মজার কথা, বন্ধুদের সাথে খুনসুটি করা, মল্লযুদ্ধ করা, অন্যদেরকে খেপানো ইত্যাদি ছিল মার্টিনের স্বভাব। আর এই ক্ষেত্রে সবচে যোগ্য সহযোগী ছিল ফাদার বিন্দু। মার্টিনের মৃত্যু নিয়েও মজা করতেন। বনানী সেমিনারীতে ব্রাদার জ্যাকের সাথে ছিল তার খুব সখ্যতা। একদিন খবরের কাগজ পড়ে ব্রাদার জ্যাককে বলেছিল, "ব্রাদার খুব টেনশনে আছি।" ব্রাদার কারণ জিজ্ঞেস করাতে উত্তর দেয়, দেখেন ব্রাদার পৃথিবীর সব ভালো ভালো মানুষগুলো মরে যাচ্ছে। আমিও যদি ওদের মত মরে যাই? ব্রাদার জ্যাক ওর দুষ্টমি বুঝতে পেরে হেসে উত্তর দেয়, "তোমার টেনশনের কোন কারণ নেই, তুমি ওদের মত এত ভাল মানুষ না।" আর একদিন, আমাদের বন্ধুদের সাথে মজা করে বলছে, "আমার মরতে কোন সমস্যা নাই, কিন্তু টেনশন হল- মরার পর ঐ অন্ধকার কবরে আমি একলা থাকবো কি করে?" আজ জানিনা কি করে সে একলা কবরে ঘুমিয়ে আছে!

ফাদার মার্টিন ছিল একজন শিল্পী: ওর মত সুন্দর তবলা বাজানো- খুব বেশি কাউকে দেখিনি। তবলার প্রতিটি বোল যেন কথা বলতো। সেমিনারীতে ছিল এক নম্বর তবলা বাদক। অসুস্থ হবার কিছুদিন আগ-পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে শোলপুর মিশনে গিয়ে ছেলে-মেয়েদের তবলা শেখাতো। সেমিনারীতে অনেকগুলো নাটক ও নাটিকায় অভিনয় করেছে দক্ষতার সাথে। মনে আছে বনানী সেমিনারীর একটি নাটকে নায়িকা হয়েছিল মার্টিন। সেই সুন্দর ও দুর্লভ ছবিটি আমার কাছে আজও আছে। ফুটবল খেলায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল মার্টিন। ফুটবলে তার দক্ষতা ছিল শৈল্পিক পর্যায়ে। তার দক্ষতার গুণে আমরা কয়েকটি টুর্নামেন্ট জিতেছিলাম। মার্টিন ফুটবলে এক বিশেষ ধরনের Kick দিতে পারতো। এটাকে বলা হয় Banana Kick, যা ব্রাজিলের তৎকালিন খেলোয়ার বেবেতো দিতে পারতেন।

ফাদার মার্টিন ছিল এক বুদ্ধিমান ছাত্র: পিশি সিস্টার রাফায়েল্লার যত্নে, শাসনে এবং খুলনা সেন্ট যোসেফ স্কুলে পড়ার সুবাদে যথেষ্ট মেধাবী ছাত্র হিসাবে মার্টিনকে পাই আমরা নটর ডেম

কলেজে। বনানীতেও ক্লাশে প্রথম সারির ছাত্রদের মধ্যেই ছিলেন মার্টিন। অথচ বেশী পড়াশুনা করতেন না। এমনও ঘটনা আছে যে, বাড়ীর কাজ আমরা সপ্তাহ জুড়ে করতে গলদঘর্ম হয়েছি- মার্টিন ও বিন্দু শেষ রাতে বসে সারারাত বাড়ীর কাজ করে সকালে ক্লাশে জমা দিয়েছে এবং ভালো নাম্বারই পেয়েছে। ওর যাজকীয় জীবনে ও পালকীয় সেবাতেও ফাদার মার্টিন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছে।

একজন সুন্দর/সফল যাজক মার্টিন: ফাদার মার্টিনের ২৬ বছরের যাজকীয় জীবনটা খুবই সুন্দর ছিল। খ্রিস্ট যাজকের অনুকরণে নিজের যাজকীয় জীবনটা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন আধ্যাত্মিকতায়, বিশ্বস্ততায় ও পালকীয় প্রেমে। ফাদার মার্টিন যেন এক উত্তম মেষপালক হয়ে উঠেছিলেন। প্রতিষ্ঠানে ও ধর্মপল্লীতে অত্যন্ত দক্ষতা, বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছে। সেমিনারীর পরিচালক, পালক পুরোহিত, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ধর্মপ্রদেশের হিসাব রক্ষকের কাজে সততা, বিশ্বস্ততা ও দক্ষতার সাক্ষর রেখেছে। যেখানেই গিয়েছে, মানুষকে ভালবেসেছে, মানুষের ভালবাসা পেয়েছে। আমার জানা মতে, তৎকালীন শ্রদ্ধেয় বিশপ মাইকেল ডি'রোজারিও ফাদার মার্টিনকে তার সততা, বিশ্বস্ততা ও কর্ম দক্ষতার জন্য অত্যন্ত স্নেহ করতেন, অনেক নির্ভর করতেন, দায়িত্ব দিতেন। ফাদার মার্টিন সেমিনারীয়ান থাকতে মজা করে বলতেন, 'বিশপ নরকে ছাড়া আমাকে যেখানেই পাঠাক আমি যাব।' এবং ঠিক তাই করেছেন, কখনো তার কর্তৃপক্ষের প্রতি অবাধ্যতার কথা শুনিনি।

ফাদার মার্টিনের জীবনের শেষ কর্মদায়িত্ব ছিল রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারীতে সহকারী পরিচালক হিসাবে। পরিচালক ফাদার মিল্টন রোজারিও এর সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে সেমিনারীয়ানদের সার্বিক গঠনে অসামান্য ভূমিকা রেখেছে। পরিচালকের সাথে খুব ভালো understanding এবং cooperation ছিল তার। তার সাথে আলাপচারিতায় দেখেছি সর্বদা সেমিনারীয়ানদের মঙ্গল চিন্তা করতে, তাদের সার্বিক গঠনে সৃষ্টিশীল পদক্ষেপ নিতেন। তাদের সাথে সহযাত্রা, শিক্ষাদান ইত্যাদি নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। কখনো বেড়ানো, বিনোদন বা নিজের প্রয়োজনে সেমিনারী ছেড়ে বাহিরে যেতেন না।

একজন ধার্মিক যাজক ফাদার মার্টিন মণ্ডল: ফাদার মার্টিন তার যাজকীয় জীবন যাত্রায় যতই অগ্রসর হয়েছে- তার আধ্যাত্মিকতা, ধার্মিকতায় সে যেন ততই পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। তার ব্যক্তিগত প্রার্থনা-জীবন, ভক্তিভরে খ্রিস্টযজ্ঞ নিবেদন, ধ্যান-প্রার্থনা, সুন্দর উপদেশ, মা-মারীয়ার প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস দিনে দিনে ফাদার মার্টিনকে এক সৌম্য, শান্ত, ভক্তিময় যাজক করে তুলেছিলেন। রমনা সেমিনারীতে আসার পর ফাদার মার্টিন Bible Study নামক এক নতুন আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। প্রত্যেকজন সেমিনারীয়ানকে অনুপ্রাণিত করেছে, অন্তরে এক আগুন জ্বেলে দিয়েছে- প্রতিদিন প্রভুর বাণী পাঠে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইতিমধ্যে রমনার সেমিনারীয়ানগণ 'জুবিলী বাইবেল' কয়েকবার পাঠ শেষ করে ফেলেছে। ঈশ্বরের বাণীর প্রতি এত অনুরাগ আমাদের যাজকদের মধ্যে আর দেখিনি। সমস্ত বাইবেলটাই যেন তার নখদর্পনে ছিল। এই প্রসঙ্গে ২০২১ এর মৃতলোকদের পর্ব দিবসে গোল্লা ধর্মপল্লীতে তার উপদেশ আজও গোল্লাবাসী স্মরণ করে। সমগ্র বাইবেল থেকে অনেক উক্তি উল্লেখ করে 'মৃত্যু' সমন্ধে এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। আজ তার প্রয়াণে আমি বুঝতে পারি সে নিজেকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করেছে সেই অনন্ত শান্তিধামে প্রবেশের জন্য।

ফাদার মার্টিন মন্ডল একজন নিবেদিতপ্রাণ, বাধ্য, বিশস্ত এবং দায়িত্বশীল যাজক হওয়া সত্ত্বেও তার মনের মধ্যে কোন এক কষ্ট লুকিয়ে ছিল। আমরা বন্ধুরা, ক্লাস-মেটরা যে উচ্ছল, প্রাণ-চঞ্চল, মজার-মানুষ মার্টিনকে চিনতাম- কোন এক অজ্ঞাত কারণে সেই মার্টিন ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে, নিরব হয়ে যায়। বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। একান্তে নিজের মধ্যে থাকতে শুরু করে। আমরা দেখে অবাক হই, এর কারণ জানতে চেষ্টা করি। অন্যেরাও আমাকে তার বন্ধু জেনে মার্টিনের এই পরিবর্তনের কথা, নীরব হয়ে যাওয়ার কথা, নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করে। কিন্তু আমিসহ কেউ তার সদোত্তর দিতে পারিনি। কোন এক অজানা কষ্ট সে বুকে চেপে রেখেছিল, নিজের মধ্যে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছিল। কাউকে বলেনি, কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি। রমনা সেমিনারীতে প্রায় দুই বছর সময় সেমিনারীয়ানদের গঠনে কাজ করেছে। এই সময়টাতে আমরা লক্ষ্য করেছি খুব বেশি তার নিজের ধর্মপ্রদেশের কোন অনুষ্ঠানে বা মিটিংয়ে যায়নি। এ থেকে বোঝা যায় তার মধ্যে এক চাপা কষ্ট এবং লুকানো অভিমান ছিল। অন্যদিকে লক্ষ্য করেছি ঢাকা আসার পর সে যেন আবার নিজেকে খুলতে শুরু করেছিল। অন্যের সাথে কথা বলা, হাস্যরসিকতা করা, পালকীয় কাজে বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে যাওয়া ইত্যাদির মধ্যদিয়ে সে যেন নিজেকে খুঁজে পেতে শুরু করেছিল। আমরা বন্ধুরা তা দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম। আবার সেই চেনা মার্টিনকে যেন ফিরে পেতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু, তারপরই মার্টিন অকসাৎ চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেল।

আমরা ফাদার মার্টিনের বন্ধুরা শুধু ধারণা করতে পারি (presumption)- ওর যথেষ্ট মেধা ছিল, academic এবং মেজর সেমিনারীতে ভাল রেজাল্ট ছিল - উচ্চ শিক্ষা লাভের ইচ্ছাও ছিল - কিন্তু আমার জানা মতে উচ্চ শিক্ষা কেন; একটি diploma course করারও সুযোগ পায়নি। মাটিন চেয়ে চেয়ে দেখেছে তার বন্ধুরা, ক্লাসমেটরা, তার জুনিয়েরা বা তার চেয়ে অল্প মেধা সম্পন্নরা বিভিন্ন দেশে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছে licentiate, doctorate করে এসে মেজর সেমিনারী, নটরডেম ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে, অনেকে আবার তিন বছরের পড়াশুনা ছয়-সাত বছর বিদেশে কাটিয়ে দিচ্ছে, অনেকে পরাশুনা করতে গিয়ে অকৃতকার্য হয়ে দেশে ফিরে আসছে। এইসব দেখে মানুষ হিসাবে মার্টিন কষ্ট পেয়েছে।

অন্য আরেকটি কষ্ট হতে পারে- একে একে তার সব প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলা। অভিষিক্ত হওয়ার পূর্বেই মার্টিন তার বাবাকে হারায়। তারপর যিনি তাকে আপন পুত্রস্নেহে ও যত্নে লালন পালন ও শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছেন তার মাতৃসম পিশিমা সিস্টার রাফায়েল্লাকে হারিয়ে ফেলে। কোন এক সময়ে তার বড় ভাইটিও এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। অবশেষে কয়েক বছর আগে একসাৎ মাতৃহারা হয়ে মার্টিন যেন একেবারের নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে যায়। যক্ষের-ধন একমাত্র বেঁচে আছে তার ছোট ভাই-বাবু মন্ডল আর নেপালে রয়েছে তার দিদি। একের পর এক প্রিয়জনদের এই বিয়োগ ব্যাথাগুলোও মা-মারীয়ার সপ্ত শোকের মতো ফাদার মার্টিন হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে।

আমাদের জানামতে মার্টিনের শুধু ডায়েবেটিক রোগ ছিল। অথচ collapse হওয়ার পর জানতে পারলাম তার kidney failure, heart problem ইত্যাদি। অর্থাৎ নিজের যত্ন নেয়া হয়নি। কি এক অভিমান বুকে নিয়ে যেন মার্টিন চলে গেল না ফেরার দেশে।

কর্তৃপক্ষ সহযাত্রী ভ্রাতৃযাজক সমাজ, Fraternity - সবার প্রতি আহ্বান ও অনুরোধ রইল- আমরা যেন হৃদয় দিয়ে একে অন্যের কথা শুনি, পরস্পরের যত্ন নেই, সময় মত পদক্ষেপ গ্রহণ করি। কারণ মানুষের কথা শুনাই হলো মণ্ডলীর মিশন। Listening is healing. জীবনের মূল্য অনেক, যাজকীয় জীবনের মূল্য আরও বেশী। তাই পূর্ণবিকশিত হওয়ার আগেই কোন প্রিয় বা সুন্দর ফুল যেন অবহেলায়, অযত্নে ঝরে না যায়।

৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মার্সেল ডি' কস্তা

জন্ম: ০৫ অক্টোবর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ০৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ

স্মরণের বালুকাবেলায়
চরণ চিহ্ন আঁকি
তুমি চলে গেছো
দূরে বহু দূরে
শুধু পরিচয়টুকু রাখি।

দীর্ঘ ৪৩টি বছর সযত্নে তোমায় ধরে রেখেছি। জানি, সেদিন হয়তো খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন এমনি করে তোমার মতো, মায়ের মতো আমাদেরও চলে যেতে হবে এই জগৎ সংসারের মায়া-মমতা ত্যাগ করে। কিন্তু তারপরও যতদিন বেঁচে থাকবো এই ধরণীতে, তোমরা বেঁচে থাকবে আমাদের ভালোবাসায়।

তোমাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা,
প্রার্থনা সবসময়ই বিরাজমান থাকবে।
আমৃত্যু ঈশ্বরের কাছে তোমাদের আত্মার
চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করে যাব।

তোমাদের স্নেহের সন্তানেরা
মুক্তা নীলয়, নন্দা, গুলশান

বিজ্ঞ/৪২/২৩

“স্বর্গধামে অনন্ত যাত্রা

প্রয়াত মনিকা রোজারিও

জন্ম: ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ২০ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

গ্রাম: বাগবাড়ি, মঠবাড়ি মিশন

অতি দুঃখের সাথে জানাই আমাদের প্রাণ প্রিয় মা মনিকা রোজারিও আমাদেরকে ছেড়ে গত ২০ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার রাত ১২:৫০ মিনিটে পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে এই জগৎ-সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করে পিতার নিকট আশ্রয় নিয়েছেন। আমার মার মৃত্যুকালে বয়স ছিল ৭৮ বছর। তিনি জীবিত কালে অনেক ধর্মানুরাগী ছিলেন। তিনি রোজারিমালা প্রার্থনা ছাড়া ঘুমাতেন না। তার অসুস্থ কালে যারা প্রতিনিয়ত প্রার্থনা ও সেবা দিয়ে গেছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বিশেষ করে মায়ের অসুস্থ থাকাকালীন থেকে মৃত্যু ও সমাধিস্থ করা এবং নিরামিস পর্যন্ত যারা বিভিন্ন ভাবে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি জানাই আন্তরিক ভালবাসা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে আমাদের বড় ভাই দিলিপ মহোন রোজারিও তার বাড়িতে আমার মায়ের নিরামিস ভোজের আয়োজন করার সুযোগ প্রদানের জন্য তাকেও জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ঈশ্বর যেন তার সার্বিক মঙ্গল ও আশীর্বাদ করেন। মা মৃত্যুকালে রেখে গেছেন তিন পুত্র, তিন পুত্র বধূ এবং নাতি-নাতিন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

বড় ছেলে ও ছেলে বৌ: মানিক ফ্রান্সিস রোজারিও ও ঝুমা রোজারিও
মেঝো ছেলে ও ছেলে বৌ: লিটন রোজারিও ও জোনাকী রোজারিও
ছোট ছেলে ও ছেলে বৌ: সুনীল রোজারিও ও ডলি রোজারিও
নাতি-নাতিন: গৌরি, আদিত্য, অনন্যা, গৌরব, গ্রেসী, অহনা, অরীন, ও অথই। **পুতিন :** তৌশিনী

স্মারক নং: lcccul.ltd./বিজ্ঞপ্তি/১০৩/২৩ — তারিখ: ২৯ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত : ৪-৪-২০০২ খ্রিস্টাব্দ, রেজি. নং-১৯৮/২০০৮
৬১/১, সুভাস বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

LCCCUL
Ested. 2002

১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
(১ জুলাই ২০২১ খ্রীঃ হতে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত)

এতদ্বারা লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার, বিকাল ৬.৩০ মিনিটে আর্চবিশপ টি.এ.গাঙ্গুলী মেমোরিয়াল হল-এ (৬১/১ সুভাস বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০) অনুষ্ঠিত হবে।
সকল সদস্য/সদস্যাদের এ বিজ্ঞপ্তি অথবা ক্রেডিট পাস বইসহ ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সভার কর্মসূচী

১. ক) উপস্থিতি।
 খ) উদ্বোধনী প্রার্থনা।
 গ) আসন গ্রহণ।
 ঘ) জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন।
২. সভাপতির স্বাগত বক্তব্য।
৩. ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
৪. ম্যানেজিং কমিটির কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
৫. হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
 ক) প্রাপ্তি-প্রদান হিসাব; খ) লাভ-ক্ষতি হিসাব;
 গ) লাভ-ক্ষতি আবন্টন হিসাব; ঘ) উদ্বৃত্তপত্র।
৬. বাজেট (আয় ব্যয়) পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৭. নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৮. ক্রেডিট কমিটির কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
৯. সুপারভাইজরী কমিটির কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
১০. বিবিধ।
১১. সহ-সভাপতি কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা।
১২. লটারী ড্র(কোরামপূর্তি লটারী)।
১৩. জলযোগ ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সমবায় সমিতি আইন ২০০৪ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য/সদস্যা সমিতিতে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে বা সদস্য পদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তাহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

(দীপক আগষ্টিন পিউরীফিকেশন)
চেয়ারম্যান

(হিলারি জেমস কস্তা)
সেক্রেটারী

লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/৪৪/২৩

মানব সেবায় স্বামী বিবেকানন্দ

হেলেন রোজারিও

"বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি'
কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেমকরে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে স্বামী বিবেকানন্দ জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আপনি মা কালীর পরমভক্ত সাধক, আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন হাসতে হাসতে "হ্যাঁ দেখেছি, ঠিক তোমাকে যেমন দেখেছি।" বিবেকানন্দের উত্তরটি খুবই ভাল লাগল। তিনি বুঝতে পারলেন, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বাস করেন। অর্থাৎ মানুষকে ভালবাসলে, দয়া ও প্রেম করলে স্বয়ং ঈশ্বরকেই করা হয়। আমরা সবাই স্বামী বিবেকানন্দকে চিনি ও জানি। তিনি ছিলেন মহাপুরুষ, সাধক এবং একজন বীর সন্ন্যাসী। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ১২ জানুয়ারি কোলকাতায় তার জন্ম। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত মা ভুবনেশ্বরী। বিবেকানন্দের আসল নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ডাক নাম রীবেশ্বর। তাকে 'বিলে' বলেও ডাকা হতো। বিবেকানন্দ ছোট বেলা হতেই গুরুজনদের শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। দরিদ্র, দুঃখী জনগণের কাছে যেতেন। অনাথ, ক্ষুধার্ত অভাবীদের খাবার, কাপড়-চোপড় সামনে যা থাকত তাদের দিয়ে সান্ত্বনা দিতেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নির্ভীক। অত্যন্ত মেধাবী, পড়াশুনায় খুবই মনোযোগী। স্কুল-কলেজে খুব ভাল রেজাল্ট করেছিলেন। তখনকার দিনে তিনি আইন ও দর্শন নিয়ে জ্ঞান লাভ করেন। কলেজে পড়াশোনাকালেই তার মনে একটা প্রশ্ন জাগে ঈশ্বর কি আছেন? তাকে কি দেখা যায়? মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সংস্পর্শে এলে তার কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। তখন তার নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ। সন্ন্যাসী হয়ে তিনি সারা ভারতবর্ষ ও আমেরিকার শিকাগোসহ বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়ান। ভারতবাসীকে ইংরেজদের পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করতে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র বিমোচনে নিজেকে সোচ্চার ক'রে তোলেন ও দেশবাসীকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হ'তে অহ্বান জানান।

বিভিন্ন দেশে ধর্মসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে বলতেন, বিবাদ নয়, সহায়তা, বিনাশ নয়, বিনম্র শ্রদ্ধায় পরস্পরের ভাব গ্রহণ, মত বিরোধ নয় সমন্বয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইংরেজ শাসনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে বলতেন, "শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতা পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ।" তিনি জোর দিয়েই বলতেন, জীবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। এই মহাপুরুষ হাওড়া জেলার বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন মহান সেবার আদর্শ নিয়ে। বিশ্বজুড়ে আজ রামকৃষ্ণ মিশন সেবার আদর্শ নিয়ে বিরাজিত।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ৪ জুলাই এই মহান সাধক স্বামী বিবকানন্দ পরলোক গমন করেন।

তথ্যসূত্রঃ হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ।

সিনডের আহ্বান

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

আদি মণ্ডলীর আদর্শে
এক মন, এক প্রাণ হয়ে
পোপ মহোদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে
চলবো আমরা এক সাথে, এক পথে।
চলার সংকল্প নিয়ে
যাচ্ছি আমরা সিনডের পথে

লক্ষ্য একটাই
মণ্ডলীর বিশ্বাস ও নৈতিকতা
জীবনকে করে প্রভাবিত
উৎসাহিত ও অনুপ্রাণীত।
আহ্বান ও প্রৈরিতিক কর্ম নবায়নের
এ যেন সিনডের পথে মহা যাত্রা
মণ্ডলীর পথ সুগম ও সংলাপময়
ঐশ বাণী প্রচারের আমাদের এ যাত্রা।

সকলকে ভালোবাসতে হবে
নিজের মতো করে
এই হলো সিনডের মূল শিক্ষা ও দীক্ষা

মিলন ও অংশগ্রহণ এবং প্রেরণ কাজ
এই তিনটি মন্ত্র নিয়ে
নতুন জীবনের পথে চলবো সবে
এক মন এক প্রাণ হয়ে।

সংকট মোকাবেলায় সিনডের ফলে
নিশ্চিত হবে স্বচ্ছতা, সততা ও সুবিচার

সহযাত্রীক মণ্ডলী হয়ে
পথ চলবো এক সাথে।

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

(রেজি নং-২৮২, তারিখ: ০৬-০৬-১৯৭৮)

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

ফোন: ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪, info@mcchsl.org, www.mcchsl.org

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ)

তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার

সময় : সকাল ১০টা

স্থান : বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

এতদ্বারা 'দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ'-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ১০টায় বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণ, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ তে অত্র সোসাইটির ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা যথাবিধি মেনে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সাধারণ সভায় সদস্য-সদস্যাদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র/হালনাগাদ পাশ বই এবং সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে সকলের সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করছি।

সাধারণ সভার কর্মসূচি

১. (ক) উপস্থিতি গণনা;
   (খ) আসন গ্রহণ;
   (গ) জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন (জাতীয় সঙ্গীত ও সমবায় সঙ্গীত পরিবেশন);
   (ঘ) পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা;
২. মৃত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নীরবতা পালন;
৩. চেয়ারম্যানের স্বাগত ভাষণ;
৪. সম্মানিত অতিথিদের বক্তব্য;
৫. ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন;
৬. ব্যবস্থাপনা কমিটির বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
৭. বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
৮. উদ্বৃত্তপত্র ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
৯. বাজেট (আয়-ব্যয়) পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
১০. ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
১১. আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রতিবেদন পেশ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
১২. উপ-আইন সংশোধনী পেশ ও অনুমোদন;
১৩. বিবিধ (যদি থাকে);
১৪. লটারী ড্র;
১৫. ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা;

উল্লিখিত দিনে সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে ১০:০০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে সাধারণ সভা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সাফল্যমন্ডিত করতে সকল সম্মানিত সদস্যগণদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

(ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল)
সেক্রেটারি, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১-এর ধারা-৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণ, অন্যান্য বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত এবং সদস্যপদ স্থগিত থাকলে উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

খ) সকাল ১০টার মধ্যে উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর করে সদস্যগণকে স্ব স্ব খাদ্য কুপন সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

গ) সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে ১০টার মধ্যে যে সকল সদস্যগণ নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন কেবলমাত্র তাদের নামই কোরাম পূর্তি বিশেষ লটারীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। কোরামপূর্তি লটারীতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

খ্রিস্টদেহ ধর্মপল্লী জলছত্র'তে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার সোহাগ গাবিল সিএসসিঃ ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ রোজ রবিবার, পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবারকে স্মরণীয় করে রাখতে ও শিশুদের আধ্যাত্মিক যত্নের জন্যে খ্রিস্টদেহ ধর্মপল্লী জলছত্র'তে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। খ্রিস্টদেহ ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত মোট ৯৭ জন শিশুদের নিয়ে সারাদিন ব্যাপি অনুষ্ঠান করা হয়। সকাল ১০:৩০ মিনিটে শিশুদেরকে নিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। ফাদার সোহাগ গাবিল সিএসসি উপদেশে বলেন, "যিশু শিশুদের ভালবাসেন। শিশুদের নম্রতা আমাদের সকলকে নম্র মানুষ হতে আহবান জানায়।" তিনি আরও বলেন যে, "শিশুদের দায়িত্ব হলো যে সকল শিশুরা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে সেই সকল শিশুদের জন্য প্রার্থনা করা ও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা।" খ্রিস্টযাগে সহসমর্পণকারী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খ্রিস্টদেহ ধর্মপল্লী'র নব নিযুক্ত পাল-পুরোহিত ফাদার সুবাস যোসেফ কস্তা সিএসসি।

খ্রিস্টযাগের পরপরই শিশুদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর শিশুরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা ও দলীয় ধর্মীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করে। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে ফাদার সোহাগ গাবিল সিএসসি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং একই সাথে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিতের নামে ধর্মপল্লীর সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, এনিমেটর ও ধর্মপল্লীর শিশুদের যত্নে নিয়োজিত হলিক্রশ সিস্টারদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অবশেষে দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে বেলা ৩ টায় উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বিশিষ্ট কবি ড. অগাস্টিন ক্রুজ কে WHO'S WHO এর সম্মাননা প্রদান

সম্মাননা নিচ্ছেন ড. আগাস্টিন ক্রুজ (ক্রস চিহ্নিত)

অপূর্ব গমেজঃ WHO'S WHO যুক্তরাজ্য এবং বিশ্বব্যাপী জীবনের সকল স্তরের উল্লেখযোগ্য এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অপরিহার্য ডিরেক্টরি, যা ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর প্রকাশিত হচ্ছে। WHO'S WHO কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতি, একাডেমিয়া, সমাজকল্যাণ এবং খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ৩৩,০০০ টিরও বেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত জীবনী সংক্রান্ত তথ্যের একটি প্রধান উৎস। চতুর্থবারের মতো এবার ঢাকায় WHO'S WHO বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ড.এ কে আব্দুল মোমেন এমপি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা এবং নাজিনুর রহিম WHO'S WHO বাংলাদেশ অধ্যায়ের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুণীজন ও প্রতিভাবানদের খুঁজে সম্মাননা দেয়ার কাজটি করে WHO' S WHO গত ৩ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় সম্মাননা প্রদানের জাঁকজমকপূর্ণ ইভেন্ট। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, গবেষক ও আধ্যাত্মিক কবি ড. অগাস্টিন ক্রুজ এবার WHO'S WHO এর সম্মাননা পেলেন শিল্প ও সাহিত্য বিভাগের জন্য। তাকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন তথ্য মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

যীশু হৃদয়ের ধর্মপল্লী রাঙ্গামাটিয়াতে পবিত্র হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

ফাদার জুয়েল ডমিনিক কস্তা: গত ২২ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রবিবার পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে রাঙ্গামাটিয়া যীশুর পবিত্র হৃদয়ের ধর্মপল্লীতে ৩১ জন ছেলে-মেয়েকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। ভক্তি ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা করে প্রার্থীদের নিয়ে গির্জাঘরে প্রবেশ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে বিশপ মহোদয় প্রার্থীদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশবাণী রাখেন। তিনি বলেন, আজ তোমাদের কপালে সুগন্ধি তৈল লেপন করা হবে এর অর্থ হলো তোমাদের জীবনাচরণের মধ্যদিয়ে দিয়ে যা ভাল, কল্যাণকর তা যেন ফুটে ওঠে অন্যের কল্যাণের জন্য, তোমরা যেন সুগন্ধ ছড়িয়ে দিতে পার। তোমরা হলে খ্রিস্টের একনিষ্ঠ সৈনিক আর সৈনিকের কাজ হলো রক্ষা করা; কাজেই তোমাদের দায়িত্ব হলো নিজ জীবন দিয়ে খ্রিস্টের আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা তথা মণ্ডলীকে রক্ষা করা। খ্রিস্টযাগ শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ আর্চবিশপসহ সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান এবং হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণকারী প্রার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট, রোজারিমালা ও সাধু-সাধ্বীদের পুস্তিকা উপহার হিসেবে প্রদান করেন।

কোর-দি জুট ওয়ার্কস্- এর ন্যায্য বাণিজ্য ও প্যাকিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

কোর-দি জুট ওয়ার্কস- এর গুলশানস্থ প্রধান কার্যালয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে সংস্থার ন্যায্য বাণিজ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্যাকিং র্কাযক্রম ২০২৩-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিগত ১২ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ সকাল ১১টায় উদ্‌যাপিত হয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওমমআই; বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন শ্রদ্ধেয় বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী, প্রেসিডেন্ট, কারিতাস বাংলাদেশ এবং শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মেরী লিলিয়ান এসএমআরএ। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, নির্বাহী পরিচালক কারিতাস বাংলাদেশ। এছাড়া অনুষ্ঠানে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ এর অন্যান্য

সদস্য, উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী, ক্রেতা প্রতিনিধি, সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল স্তরের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শিশির আঞ্জেলো রোজারিও। তিনি প্রতিষ্ঠানের বিগত বছরের পথ চলায় বিবিধ সহযোগিতার জন্য সকল উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতিথিগণ কোর-দি জুট ওয়ার্কস্-এর কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং তা অব্যাহত রাখার অনুরোধ ও ভবিষ্যৎ শুভ কামনা করেন। বক্তব্য অনুষ্ঠানের পর প্যাকিং র্কাযক্রম ২০২৩-এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সকলে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পরপারে প্রিয় মুখ অমৃত বাড়ৈ

এলড্রিক বিশ্বাস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও বর্ণালী

জনাব অমৃত বাড়ৈ
৩১-০৮-২০০৮ হতে ১১-০৭-২০১১

অমৃত বাড়ৈ

ক্রেডিটের সাবেক চেয়ারম্যান অমৃত বাড়ৈ গত ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার দুপুর ১২:২৫ মিনিটে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ কিডনী ডায়ালাইসিস এর রোগী ছিলেন। গত ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪:৩০ মিনিটে তেজগাঁও হলি রোজারী চার্চে প্রয়াত অমৃত বাড়ৈ এর অন্ত্যষ্টিক্রিয়া খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। খ্রিস্টযাগের পর তাকে তেজগাঁও কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ছাত্র অবস্থায় অমৃত বাড়ৈ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন খ্রিস্টীয়ান স্টুডেন্টেস্ অর্গানাইজেশন (সিএসও) এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে অমৃত বাড়ৈ ঢাকার স্বনামধন্য নটর ডেম কলেজে শিক্ষকতা করেন। এরপর ঢাকার কুর্মিটোলা, বিএএফ শাহীন কলেজে গণিত বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দেন। সরকারী পেশাগত দায়িত্বে তিনি মুন্সিগঞ্জে মেজিস্ট্রেট, এসিল্যান্ড ছিলেন। এর মধ্যে তিনি আরও বিভিন্ন বড় বড় পদে চাকুরী করেন। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে নেদারল্যান্ডস সরকারের বৃত্তি নিয়ে আইটিসি নামের শিক্ষায়তন থেকে স্পেস সার্ভে (ডিজিটাল পদ্ধতি) বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা অর্জন করেন। তিনি ভূমি রেকর্ড পরিচালক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতা, সুনাম ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১২টি গ্রন্থের লেখক হলেন অমৃত বাড়ৈ। তিনি সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে মাঝে মাঝে লিখতেন। আমরা তার আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

সিস্টারস্ অব আওয়ার লেডী অব সরোস্ সংঘ

"ভালবাসা। ঐশ্বরিক ভালবাসা লাভের প্রচেষ্টা আত্ম-অবদমন অর্থাৎ বিনম্রতা ছাড়া আর কিছুই নয়"।
(ধন্যা এলিজাবেত্তা রেনৃজি)

শ্রদ্ধেয়ষ্পদ যুবতী বোনেরা,

তোমরা যারা এ বৎসর এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছো কিংবা তদুর্ধ্বে অধ্যয়নরত, তোমরা যদি ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসা ও সেবার ঐকান্তিক ইচ্ছা অনুভব কর তাহলে "এসো দেখে যাও"। আমাদের সংঘের অনুধ্যানদান, আধ্যাত্মিকতা, সংঘবদ্ধ-জীবন ও প্রৈরিতিক কাজ সহভাগিতা করার লক্ষ্যে, আগামী ২৩ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য তোমরা নিমন্ত্রিত।

বিশ্ব-মণ্ডলীতে আমাদের পরিচয়:

ইটালির করিয়ানো শহরে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ধন্যা এলিজাবেত্তা রেনৃজি এই সংঘটি প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সংঘটি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আগমন ও সেবাকাজ আরম্ভ করেন এবং বর্তমানে ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান, মণ্ডলীতে ধর্মশিক্ষা, ব্যক্তির খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ গঠন, কাউন্সিলিং, গরীব ও বিধবাদের সেলাই শিক্ষা, ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী শিক্ষা ও অন্যান্য প্রৈরিতিক কার্যের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ছয়টি দেশে সেবাদান করে যাচ্ছি।

"এসো দেখে যাও ২০২৩"	যোগাযোগ করুন:
তারিখ: ২৩ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি আগমন : ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫টা কারুণ্য সেন্টার, হাউজ-১২১ ব্লক- বি-৬, বসুন্ধরা, ঢাকা	সিস্টার চিত্রা রড্রিক্স মোবাইল: ০১৭৩০৭১৫৩৮৮ সিস্টার চম্পা রোজারিও ০১৩১৩১৫১২৪৯

SREEJA

রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে

ফ্ল্যাটের আয়তন :

মনিপুরীপাড়া : ৭০০ বর্গফুট।
রাজাবাজার : ১০১৫ বর্গফুট।
মিরপুর-১০ : ১৪৫০ বর্গফুট।

রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে।

জমি আবশ্যক

ঢাকা শহরের প্রাইম লোকেশনে।

Contact Us:
SREEJA A.R. BUILDERS LIMITED
+880-1721 454 959, +880-1716 530 174
62/A, Monipuripara, Tejgaon, Dhaka-1215

বর্ষ ৮৩◆ সংখ্যা - ০৪
Regd. No. DA-33
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 04
◆ 5 - 21 February, 2023, ২২ - ২৮ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ছোট তুলিতে বড় ক্যানভাস

(শ্রদ্ধেয় আলবার্ট স্যারের স্মরণে)

প্রয়াত আলবার্ট গোমেজ
জন্ম: ২০ অক্টোবর, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
পাদ্রিশিবপুর, বাকেরগঞ্জ বরিশাল

পার্থিব প্রাচুর্য অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অর্থ চিন্তা কিংবা লোভ-লালসার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছুঁতে পারেনি তাকে। কিন্তু তিনি স্বর্গীয় এবং অপার্থিব সম্পদে সম্পদশালী ছিলেন। বরিশালের বাকেরগঞ্জের শ্রীমন্ত নদীর পাড়ে পাদ্রিশিবপুর গ্রামে স্বর্গসুখে ঘেরা তাঁর একটি পরিবার ছিল। এক পুত্র চার কন্যা এবং দায়িত্বশীল ও গুণবতী স্ত্রী, এই ছিল তাঁর সম্পদ। নিজের সামর্থের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে সংসার ধর্ম ও দায়িত্ব পালন করেছেন। নিজের আদর্শ ও বিশ্বাসের বীজ বপন করেছেন সন্তানদের হৃদয়ে, ধমনীতে, রক্তে। সেই পঞ্চরত্ন সন্তানেরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় গর্বিত করেছেন বাবাকে,পরিবারকে, সমাজকে। কিছু মানুষের নেই কোন মৃত্যু। তারা শুধু রূপান্তরিত হয় যুগ যুগান্তরে। তাঁদের আদর্শ, নীতি ও ত্যাগ বেঁচে থাকে সন্তান থেকে সন্তানদের মধ্যে, কাল থেকে অনন্তকাল। সেই রূপান্তরিত মানুষটি হলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় দক্ষিণ অঞ্চলের ক্যাথলিক সমাজ তথা সমগ্র খ্রিস্টীয় সমাজের আদর্শের প্রতীক আলবার্ট গোমেজ, আলবার্ট স্যার। গর্ব ও অহংকারের সাথে আমি বলতে চাই এই মানুষটি হলো আমার আবেগ, ভালবাসা, অহংকার ও সম্মানের প্রতীক, আমার শ্রদ্ধেয় জ্যাঠা মশাই। আমার ঠাকুরদাদা স্বর্গীয় যোসেফ গোমেজের এগারো সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়, ক্ষণজন্মা এই নক্ষত্রটির জন্ম হলো ২০ অক্টোবর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে।

জ্ঞান হবার পর থেকেই আমি আমার প্রি জ্যাঠাকে পাদ্রিশিবপুর গ্রামের সেন্ট আলফ্রেড হাইস্কুলের হেডমাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে দেখেছি। পরিপাটি পাঞ্জাবি-পায়জামা, গায়ে জড়ানো চাদর। সুঠামদেহী দীপ্ত মন বলে হেঁটে যাচ্ছেন রাশ ভারি একটি মানুষ, গন্তব্য তাঁর অতি প্রিয় স্কুল। এটি ছিল প্রতিদিনকার গ্রামবাসীর জন্য পরিচিত একটি দৃশ্য। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে স্কুল প্রতিষ্ঠার পরে আলবার্ট গোমেজ একমাত্র ব্যক্তি যিনি একটানা ৪০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ২৮ বছরই (১৯৭৮ - ২০০৬) প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে হয়তো হাতেগোনা কয়েকজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে যারা এই দীর্ঘ সময় একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষা বিস্তারে তিনি ছিলেন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। তৎকালীন সময়ে তাঁর বাসায় বসবাস করে বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের কুয়াকাটার রাখাইন সম্প্রদায়ের সুবিধা ও শিক্ষাবঞ্চিত সমাজের যুবকরা পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তরে রাখাইন সম্প্রদায়ের যুবকেরা তাদেরকে আলোকিত করে তোলার জন্য কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করেন এই মহান শিক্ষাবিদকে। তাছাড়া সারা পৃথিবীতে এই মহান শিক্ষাগুরুর ছাত্ররা বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁর আদর্শকে ধারণ ও লালন করে।

আমরা যারা তার ভাতুষ্পুত্র/পুত্রী ছিলাম। তাঁদের কাছে এই মানুষটি ছিলেন খুবই প্রিয়। রসবোধ সম্পন্ন পারিবারিক আড্ডায় তিনি ছিলেন সবার মধ্য মনি। তার সান্নিধ্য আমরা সবাই উপভোগ করতাম। আমার মনে হয় অন্য সবার চেয়ে আমি তাঁকে কাছ থেকে বেশি দেখেছি। সন্তানদের জন্য যেমন ছিল তাঁর হৃদয় ভরা ভালোবাসা, তেমনি নিজ ভাই-বোনদেরকে ভালোবাসতেন অপরিসীম। শেষ দিন পর্যন্ত আমার বাবার (অব্রাহাম গোমেজ তাঁর পঞ্চম ভাই) প্রতি দেখিয়েছেন গভীর মমতা যা মনে করলে এখনও আমার চোখ ভিজে যায়।

আমার মা অতি সাধারণ মানুষ ছিলেন। শিক্ষা ও জ্ঞানে, অভিজাত্যে জ্যাঠার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা কখনোই ছিল না। কিন্তু ভাসুর হিসেবে তিনি মাকে খুবই মূল্যায়ন ও স্নেহ করতেন। "জনের মা" বলে তাকে সম্বোধন করতেন। মাকেও দেখেছি জ্যাঠাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে। মায়ের প্রতি এই মমত্ববোধ আমি আজীবন কৃতজ্ঞায় স্মরণ করব। এই দুজন মানুষের এক জায়গায় মিল ছিল সেটি হচ্ছে, তাদের দু'জনেরই কোন প্রকার ইগো ছিল না। ইগো "রোগমুক্তো"এই মানুষ দুটি স্বর্গে পরম সুখে থাকুন।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং থেকেছেন। কিন্তু তার হৃদয় মন পাদ্রিশিবপুরের মাটিকে ভালোবেসেছে অন্তর আত্মা দিয়ে। সমগ্র জীবন তিনি পাদ্রিশিবপুরের মঙ্গল কামনা করেছেন। এই গ্রামের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও, নিজ গ্রাম রক্ষার্থে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। জন্মক্ষণ শোধে তিনি অন্তিমকালেও শায়িত হয়েছেন এই মাটির কোলে।

কাথলিক মণ্ডলীর প্রতি তিনি আজীবন বিশ্বস্ত ছিলেন। ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিশ্বাসে ছিলেন অটল। মিশনারীদের আত্মার নাম আলবার্ট স্যার। তিনি সমগ্র জীবন কাথলিক সমাজের কাছে নিজেকে ঋণী ভাবতেন তাই সর্বদা কৃতজ্ঞ ছিলেন তাদের প্রতি। কিন্তু আমি মনে করি কাথলিক সমাজও আমার এই জ্যাঠার কাছে ঋণী। তিনি অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বাদ দিয়ে স্বল্প বেতনের গ্রামের শিক্ষকতা চাকুরি বেছে নিয়েছিলেন। সমগ্র জীবন উৎসর্গ করলেন শিক্ষা বিস্তার ও প্রসারের কাজে। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন সেই যুবক বয়সেই।

তিনি ছিলেন আমার ঠাকুরদাদার এগারো সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় ও যোগ্যতম। স্বামী ও পিতা হিসেবে তিনি ছিলেন দায়িত্ববান। পাঁচ সন্তানকে শিক্ষা ও নৈতিকতায় যথাযোগ্য মানুষ করে তুলেছেন। তারাই আমাদের পঞ্চ রত্ন। পরিবারের যোগ্যতম ও অতি আদরের সন্তানটিকে তিনি ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করেছেন। সিস্টার জ্যাকলিন তাই আজ আপন মহিমায় মণ্ডলীর জন্য নিবেদিত প্রাণ। সুইটি বৃজেট পাদ্রিশিবপুরের প্রথম বিসিএস ক্যাডার ভুক্ত সরকারী কর্মকর্তা। একমাত্র ছেলে ভিনসেন্ট লিওনার্ড বাবার পেশাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সফল শিক্ষক হিসেবে সুনামের সহিত ঢাকার সেন্ট যোসেফস স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে বড় বোন নেনছী ও চতুর্থ বোন পপলিনের মতই সপরিবারে আমেরিকায় বসবাস করছেন। আলবার্ট স্যারের ছেলে ও মেয়ের ঘরের নাতি পুতিরাও শিক্ষা ও যোগ্যতায় দেশ ও বিদেশে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। ভালো মানুষের সংজ্ঞা আমার জানা নাই। তবে তাদের নাম আমার অতি পরিচিত। তাঁরা হলেন আমার জ্যাঠা, আলবার্ট স্যারের তিন জামাতা ও আমার প্রিয় সুলাভাইগণ যথাক্রমে সমীরনদা, গাব্রিয়েলদা ও মার্টিনদা। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আলোকিত মানুষ। উপরের চিত্রটি আশীর্বাদীত্ব ও সাফল্যমণ্ডিত আলবার্ট স্যারের পৃথিবীতে রেখে যাওয়া আদর্শ পরিবারের কথা।

জীবনের শেষের দিকে অল্প কিছু দিন তিনি বার্ধক্য জনিত শারিরীক জটিলতায় ভুগছিলেন। ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনা অনুসারে মানুষটিক সেবাদানের সুযোগ পেয়েছিল সন্তানেরা। সেই সুযোগ সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছেন তাঁর "পঞ্চরত্ন" সন্তানেরা। ক্লান্তি বিহীন, অসীম ভালোবাসায় ও হৃদয় নিংরানো আবেগে "পাপু"কে শিশুর মতই যত্ন করেছেন তারা। একজন পিতা সন্তানদের কাছে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে উথাড় করে দিয়ে ৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিটে "সব কিছুই সমাপ্ত হল" বিধায় তিনি প্রান ত্যাগ করলেন।

মহামানবের মহাপ্রস্থান,
মস্তক অবনত/অশ্রুসজল নয়ন,
দেখা হবে আবার অনন্তকালে,
স্বর্গের রাজ আসনে,
বিদায় হে গুনী, হে সর্ব ত্যাগী, বিদায়।।

শোকাহত পরিবার
আলবার্ট স্যারের বাড়ি, পাদ্রিশিবপুর

– লেখক: জন গোমেজ (ভাতুষ্পুত্র)

Edited & Published by Fr. Bulbul Augustine Rebeiro, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: weekly.pratibeshi.org